আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

# সুন্নী জাগরণ

তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী - ২০১১

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী

-ঃ সম্পাদক ঃ-

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, মোবাইল নং- ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

# ''মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ এ্যাওয়ার্ড''

আলহামদু লিল্লাহ, সুম্মা আল হামদু লিল্লাহ ! ২০১০ সালে ৩০শে অক্টোবর শনিবার দিবাগত রাত এগারটার পরের সময়টি হইল আমার জীবনের এক ঐতিহাসিক সময়। প্রায় দুইমাস পূর্বে কলিকাতা ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটির চেয়ারম্যান হজরত মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী সাহেব কিবলা ফোনের মাধ্যমে আমাকে জালসার জন্য দাওয়াত করিতে চাহিলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহিয়াছি যে, আপনার জালসায় বাকী বক্তাগণ কাহারা থাকিবেন? তিনি প্রথম নাম্বারে নাম নিয়াছেন - মুহাদ্দিসে ক্বাবীর আল্লামা যিয়াউল মুস্তফা ক্বাদেরী সাহেব কিবলা। ইহা শুনিয়া আমি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছি - হজরত ! আপনি দয়া করতঃ আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমি আল্লামা সাহেবের জালসায় বক্তৃতা দিতে পারিবো না। আমার মধ্যে আদৌ সেই যোগ্যতা নাই যে, মুহাদ্দিসে কাবীরের সভায় দাঁড়াইতে পারি। মাওলানা আমাকে বার বার অনুরোধ করতঃ বলিয়াছেন - হজরত ! আপনি নিজেকে ছোট মনে করিতেছেন মাত্র। ইহা আপনার বিনয়ী প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই নয়। দয়া করতঃ আপনি তারিখ কবূল করিয়া নিন। কিন্তু আমি তো আমার সম্পর্কে ভালই জ্ঞাত রহিয়াছি যে, আসলেই আমি আল্লামার সামনে দাঁড়াইবার যোগ্যতা রাখিয়া থাকি না। পুনরায় আমি যখন তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছি তখন তিনি আমাকে বলিয়াছেন - কেবল আমি আপনাকে দাওয়াত করিতেছি না, বরং আমাদের সোসাইটির সমস্ত উলামায় কিরাম পশ্চিম বাংলায় সুন্নীয়াতের কাজের উপর লক্ষ্য করতঃ আপনাকে নির্বাচন করিয়াছেন। এই সভায় আপনার কোন প্রকার বক্তৃতা দিতে হইবে না। কেবল আপনার উপস্থিত হওয়া চাই। আমাদের একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। বাধ্য হইয়া আমি দাওয়াত কবূল করিয়া নিয়াছি।

পাঠকের অবগতির জন্য বলিতেছি, মুহাদ্দিসে কাবীর কে ? আল্‌হামদুলিল্লাহ ! পশ্চিম বাংলায় প্রায় প্রতিটি জেলায় আমার যাতায়াত রহিয়াছে। দুই বৎসর থেকে আসামেও যাতায়াত করিতেছি। কিন্তু মুহাদ্দিসে কাবীরের সভায় কিছু বলিতে পারিবো না বলিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইল আমার বাস্তব অবস্থা। কারণ, মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা যিয়াউল মুস্তফা আমজাদী ক্বাদেরী সাহেব কিবলা হইলেন বর্তমান ভারতের সব চাইতে বড় মুহাদ্দিস। যাহার দ্বিতীয় কেহ নাই। ইঁনি হইতেছেন ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য খলীফা ও বাহারে শরীয়তের লেখক সাদরুশ শরীয়া আল্লামা আমজাদ আলী রহমা তুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য সাহেব জাদা। পঞ্চাশ বৎসর থেকে বোখারী শরীফ পড়াইতেছেন। তাঁহার শত শত শাগরিদ ভারত ও ভারতের বাহিরে ইল্মে হাদীসের উপরে খিদমাত করিতেছেন। সত্য কথা বলিতেছি, আমি যে সমস্ত আলেমদের জুতা বহন করতঃ নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিয়া থাকি, সেই সমস্ত আলেম তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়া না তাঁহার সহিত কথা বলিয়া থাকেন, না তাঁহার কথা শুনিয়া থাকেন। বর্তমানে যদিও 'আল্লামা' শব্দটি আম হইয়া গিয়াছে, সভায় সভায় সাধারণ থেকে সাধারণ আলেমকে 'আল্লামা' বলিয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু সভা সমিতির কথা বাদ দেওয়া হইলে এবং প্রকৃত অর্থে 'আল্লামা' শব্দ ব্যবহার করিলে প্রত্যেকের মন চলিয়া যায় মুহাদ্দিসে কাবীরের দিকে। মোট কথা, বর্তমান ভারতে প্রকৃত অর্থে আল্লামা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইলেন মুহাদ্দিসে কাবীর যিয়াউল মুস্তফা ক্বাদেরী সাহেব কিবলা। এইবার - বলুন - 'মুহাদ্দিসে কাবীরের সভায় আমি বক্তৃতা করিতে পারিবনা' বলিয়া আমার বিনয়ী প্রকাশ করিয়াছি; না আমার বাস্তব অবস্থার কথা বলিয়াছি !

যাইহোক, জালসার ৩/৪ দিন পূর্ব থেকে আমার কাছে কলিকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোন আসিতে থাকে যে, কলিকাতায় দুই তিনটি দৈনিক উর্দু পত্রিকায় দেখা যাইতেছে যে, আগামী ৩০শে অক্টোবর 'ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি' এর পক্ষ থেকে মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা ফিয়াউল মুস্তফা ক্বাদেরী সাহেব কিবলাকে - 'ইমাম আহমাদ রেজা এ্যাওয়ার্ড' ও আপনাকে - 'মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ এ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হইবে। আল্লাহু আকবার কাবীরান ! কাহার পাশে কাহার নাম এবং কাহার নামের এ্যাওয়ার্ড কাহাকে প্রদান! মনে মনে লজ্জাবোধ করিতেছি, আবার কখনো মনে হইতেছে যে, ইহা হইল মাসলাকে আ'লা হজরতের উপর সামান্যতম খিদমত করিবার কারণ।

৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যার পরে পরেই কলিকাতা মেটিয়া বুরুজ ধানক্ষেতি মহল্লায় পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম যে, হুজুর মুহাদ্দিসে কাবীরের শুভাগমন হইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ হইবে কিনা জানিতে চাহিলে মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী সাহেব কিবলা - 'হ্যাঁ অবশ্যই হইবে' বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া তাঁহার আরামগাহে পৌঁছিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে হজরত শয়নাবস্থায় ছিলেন। কয়েকজন তাঁহার খিদমত করিতেছিলেন। আমিও কোন প্রকারে এই খিদমতে শরীক হইয়া গিয়াছি। আলহামদু লিল্লাহ, প্রায় এক ঘন্টা তাঁহার খিদমত করিতে পারিয়া নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। অতঃপর রাত ১১টার পরে মুহাদ্দিসে কাবীর সভায় শুভাগমন করিলে তাঁহাকে 'ইমাম আহমাদ রেজা এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হইয়াছে এবং তাঁহার পবিত্র হাত দিয়া আমার মত এক অযোগ্যকে 'মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা (আবার) আলহামদু লিল্লাহ !

আলহামদু লিল্লাহ, আমি আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর উপরে দুই খানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। হুজুর মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আলাইহির রহমাহ এর উপর একখানা বই বাহির করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বহুদিন থেকে তাহা সম্ভব হয় নাই। তবে যখন হুজুর মুফতীয়ে আ'যমের রূহানী ফায়েয আমার মতো অযোগ্যের উপর আসিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার অমর জীবনের উপর আমার কলমী কাজ করা কর্তব্য হইয়া গিয়াছে। সময়ের অভাবে কয়েক বৎসর থেকে আমার দুই খানা পত্রিকা বন্ধ রাখিয়াছিলাম। আবার শত কাজের ভিতর দিয়া সামান্য সময় বাহির করতঃ আগামী জানুয়ারী থেকে - 'সুন্নী কলম' ও 'সুন্নী জাগরণ' দুইটি পত্রিকা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে লেখনীর কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। প্রতিটি পত্রিকায় প্রতিটি সংখ্যায় মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দের জীবনী চলিতে থাকিবে। আল্লাহ পাক হইতেছেন সামর্থ ও সাহায্য প্রদানকারী।

## 'সুন্নী কলম'

পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা মার্চের মধ্যে পাইবেন। সুতরাং 'সুন্নী জাগরণ' এর ন্যায় 'সুন্নী কলম' কে সবার হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

## সুন্নীদের জন্য শুভ সংবাদ

জামায়াতে ইসলাম একটি গোমরাহ জামায়াত - বাতিল ফিরকা, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবুও এক শ্রেণীর মানুষ ইঁহাদের চক্রান্তে পড়িয়া গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। সুন্নী উলামায় কিরাম নিজেদের জবান ও কলম দ্বারা ব্যাপক ভাবে এই জামায়াতের গোমরাহী সম্পর্কে প্রচার চালাইতেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের একটি অংশ কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজেদের বুঝকে বড় করতঃ এই গোমরাহ জামায়াতের লেজ ধরিয়া রহিয়াছে। এখন আমার সুন্নী ভাইদিগকে শুভসংবাদ স্বরূপ শুনাইতেছি যে, বাংলাদেশ হইতে জামায়াতে ইসলাম এর প্রতিষ্ঠা মিষ্টার মওদূদী সাহেবের সমস্ত বই পুস্তক ব্যাণ্ড করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শুভ সংবাদটি আমি গত রমযান মাসে ঢাকা সফরে গিয়া সেখানকার সুন্নী আলেমদের নিকট থেকে শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ আবার আজমগড়ের সফরের মধ্যে মাসিক - 'আশরাফীয়া' পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যায় লেখা দেখিতে পাইলাম যে, বাংলাদেশে ইসলামী ফাউন্ডেশান এর নির্দেশে মিষ্টার আবুল আলা মওদুদীর সমস্ত কিতাব দেশের সমস্ত সরকারী মসজিদ গুলির লাইব্রেরীগুলি থেকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইসলামী ফাউন্ডেশান হইল একটি সরকারী সংস্থা। এই সংস্থাটি দেশের মধ্যে মাযহাবী জিনিষের প্রতি লক্ষ রাখিয়া থাকে। সারা দেশের মধ্যে প্রায় চব্বিশ হাজার মসজিদের লাইব্রেরী থেকে মওদূদী মার্কা বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য হইল যে, মওদূদী সাহেবের কিতাবগুলি হইল ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিপরীত ও বিতর্কীত। দেশের পাবলিক লাইব্রেরী গুলির সম্পর্কে এ পযর্ন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অবশ্য এই ব্যাপারে জামায়েতে ইসলামীদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। আরো পকাশ থাকে যে, বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামের অধিকাংশ নেতা ও কয়েকশত কর্মীকে বিভিন্ন অভিযোগে বন্দী রাখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মুকাদ্দামা দায়ের করতঃ বিচারের অপেক্ষা করা হইতেছে।

## জুলুসে যোগ দিন

ওহাবী, দেওবন্দী, তাবালিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি জামায়াত গুলি নিজেদের বদ আক্বীদার কারণে গোমরাহীর রাস্তা অবলম্বন করতঃ আহলে সুন্নাত হইতে আউট হইয়া গিয়াছে। তবে তাহাদের আক্বীদাহ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সম অবগত নাই। এই জন্য এমন কিছু বাস্তব কার্যকলাপের কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যেগুলিতে ওহাবীরা সুন্নীদের বিরোধীতা করিয়া থাকে। আমরা মীলাদ, কিয়াম ও কবর যিয়ারত করিয়া থাকি। কিন্তু ওহাবীরা এই গুলির ঘোর বিরোধী। এই প্রকার বহু জিনিষে তাহারা সুন্নীদের বিরোধীতা করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া বারই রবীউল আউওয়ালে হুজুর পাক আলাইহি অসাল্লামের বিলাদাত বা শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আমরা যে জুলুস বা শুভ শান্তি মিছিল বাহির করিয়া থাকি, তাহারা ইহার ঘোর বিরোধীতা করিয়া থাকে এবং সুন্নী ভাইদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। জানিয়া রাখিবেন - এই জুলুস শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ নয়। এই কাজের উপর কুরয়ান ও হাদীসেকোন নিষেধাজ্ঞা নাই। সুতরাং এই কাজ হইল শরীয়ত সম্মত। এই কাজের বিরোধীতা করা হইল নিছক শয়তানী। কারণ, হুজুর পাকের শুভাগমনে সন্তুষ্ট হইয়াছিল সমস্ত মাখলুক। একমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়াছিল শয়তান। সুতরাং যাহারা এই জুলূসকে ঘৃনা করিয়া থাকে, তাহারা হইল মানুষ রূপী শয়তান। এই শয়তানের দল দুনিয়াতে হাজার রকম মিছিল, মিটিং দেখিতেছে ও করিতেছে, ইহাতে ইহাদের মনের মাঝে কোন প্রকার রেখা পাত করিয়া থাকেনা। কিন্তু হুজুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য কোন মিটিং মিছিল করিতে দেখিলে শত সমালোচনা করিয়া থাকে।

আপনারা যে এলাকাতে রহিয়াছেন সেখানে যদি জুলুস বাহির হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল হামদুলিল্লাহ, খুবই ভাল। অন্যথায় আশে পাশের গ্রামের সুন্নী ভাইদের সহিত যোগাযোগ আরম্ভ করিয়া দিন। এই কাজে সমস্ত সুন্নীদের সাড়া দেওয়া একান্ত উচিৎ। যদি পুরাপুরি সাড়া পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে খুবই ভাল। অন্যথায় লোকজন কম হইলেও পিছু পা হইয়া যাইবেন না। দুই চার শত মানুষ হইলেও যথেষ্ট মনে করতঃ জুলূস বাহির করিবেন। ইহার জন্য সামর্থানুযায়ী নিজেদের মধ্যে চাঁদা কালেকশান করতঃ কিছু খাবারের ব্যবস্থা রাখিয়া দিবেন। কিছু পতাকা ও ঝান্ডার ব্যবস্থা করিবেন। সবাই ঈদের মত ইসলামী পোষাকে থাকিবার চেষ্টা করিবেন। সব সময়ে শান্তি বজায় রাখিয়া চলিবেন। এই মিছিলে শ্লোগান রাখিবেন - (১) নারায় তাকবীর - আল্লাহু আকবার (২) নারায়ে রিসালাত - ইয়া রাসুলাল্লাহ (৩) মহানবী মোহাম্মাদ - আস্‌সালাতু অস্‌সালাম (৪) মাসলাকে আ'লা হজরত - জিন্দাবাদ ইত্যাদি। 'মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম' পাঠ করিতে করিতে যাইবেন। ইহা জানা না থাকিলে - 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা, সলাওয়া তুল্লাহ আলাইকা' পাঠ করিতে করিতে যাইবেন। যদি আপনার এলাকায় এই জুলুস বাহির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে একটু কষ্ট করতঃ দুরের কোন জুলুসে শরীক হইবেন। ১০/১৫ কিলো মিটারের মধ্যেকার মানুষ হইলে আমাদের ইসলামপুরের জুলুসে অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবেন। যাতায়াতের জন্য ফোনের মাধ্যমে আমার সহিত যোগাযোগ করিয়া নিবেন।

## আমার বেরেলী সফর

মাত্র দুই মাস পূর্বে ২০১০ সালে রমযান মাসের প্রথম সপ্তাহে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির রওযা পাক যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে বেরেলী শরীফ সফর করিয়া ছিলাম। সঙ্গে ছিলো আমার ছোট সাহেবজাদা - আহমাদ রেজা। এই সফরে অবস্থান করিয়াছিলাম মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দের আস্তানায় হুজুর হজরত জামালে মিল্লাতের বাড়ীতে। আল হামদুলিল্লাহ, হুজুর জামালে মিল্লাতের মেহমান হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি। তিনি আমাদিগকে বিনা খাদেমে নিজ হাতে সেবা করিয়াছেন। ইহাতে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইতে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি বলিয়া ফেলিয়াছি - হুজুর ! আপনি নিজেই পরিবেশন করিতেছেন, ইহাতে আমাদের খুবই কষ্ট হইতেছে, আমি আর আসিবো না। হুজুর, হাঁসিয়া বলিয়াছেন - আপনি অবশ্যই আসিবেন, আমি ইহাতে খুব আনন্দ পাইয়া থাকি। আপনি না আসিলে অন্য কেহ অবশ্যই আসিবেন এবং আমার কাজ আমি করিতেই থাকিবো। তবে আপনি কেন আসিবেন না? তাঁহার এই কথা শ্রবন করতঃ আমার চোখে পানি আসিয়া গিয়াছিলো।

আমার এই অবস্থান কালে তাঁহার সহিত অনেকবার নিরালা কামরায় বসিয়া বহু আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। তিনি এমন বহু কথা শুনাইতেন যাহাতে আমি তন্ময় হইয়া যাইতাম। আর হুজুর মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দের পবিত্র জীবনের উপরে যখন তিনি আলোচনা করিতেন তখন মনে হইতো যেন স্বয়ং মুফতীয়ে আ'জম কথা বলিতেছেন। তাঁহার নিকট থেকে মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দের সম্পর্কে এমন

pdf By Syed Mostafa Sakib

বহু কথা শুনিয়াছি যাহা মুফতীয়ে আ'জমের কোন জীবনীতে পাই নাই। এক কথায় তাঁহার ব্যবহারে আমাদের কাছে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তিনি হইতেছেন মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দের নমুনা।

হুজুর জামালে মিল্লাতের নিকট থেকে যখনই অবসর পাইতাম তখন চালিয়া যাইতাম বেরেলী শরীফের কোন দারুল ইফতায়। বেশীর ভাগ সময় দিতাম - মারকাযে দারুল ইফতায়। এই দারুল ইফতা হইল তাজুশ শরীয়া আল্লামা আখতার রেজা খান আজহারী সাহেব কিবলার কায়েম করা। এখানে সব সময়ে আটজন মুফতী থাকিতেন। মোহতারম মুফতীগণের সহিত আলোচনা করতঃ আমি আমার অনেকগুলি জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া নিয়াছি। আলহামদু লিল্লাহ ! মুফতীয়ানে কিরাম প্রত্যেকেই আমার সহিত সুন্দর সরল ব্যবহার করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া মুফতী রুস্তম সাহেব কিবলার ব্যবহারের কথা ভুলিবার নয়। কিন্তু দুখেঃর বিষয় হইল যে, হুজুর তাজুশ শরীয়ার সহিত আমার সাক্ষাত হয় নাই। এই সফরে আমার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো আমার মুর্শিদ হুজুর তাজুশ শরীয়া আল্লামা আখতার রেজা খান আযহারী সাহেব কিবলার সহিত সাক্ষাত করা। কিন্তু যেহেতু তিনি প্রতি বৎসর উমারাহ কারিতে যান। এইজন্য আমি রমযানের প্রথমের দিকে গিয়াছিলাম, তবুও তাঁহার সহিত সাক্ষাত করতঃ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। তবে তাঁহার ফায়েজ ও বর্কাত হাসেল করিবার জন্য তাহারই কায়েম করা - 'আল জামিয়াতুর রেজা' এর আশে পাশে বহুক্ষন ঘোরাফেরা করিয়া দেখিয়াছি। আলহামদু লিলাহ আশি বিঘা জমির উপরে 'আল জামিয়াতুর রেজা ' হইল এক আজীমুশ শান মাদ্রাসা। যাহা চোখে না দেখিলে উপলব্ধি করা যাইবে না। এই মাদ্রাসাটি বেরেলী শরীফ থেকে সাত কিলো মিটার দুরে মথুরায় অবস্থিত। আপনি একবার উরসে রেজবীতে হাজির হইয়া বেরেলী শরীফের ইল্মী ইয়াদগারগুলি দেখিয়া আসুন।

প্রায় সকাল সন্ধ্যায় আ'লা হজরতের রওয়া পাকের মধ্যে দীর্ঘক্ষন করিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই রওয়া পাকের মধ্যে এক সঙ্গে আরাম করিতেছেন আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজার দুই সাহেব জাদা-হুজ্জাতুলা ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজা খান, মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেজা খান, হুজ্জাতুল ইসলামের সাহেবজাদা মুফাস্সিরে আ'জমে হিন্দ আল্লামা ইবরাহীম রেজা খান ও আ'লা হজরতের খান্দানের আরো কয়েকজন আউলিয়ায় কিরাম রাহেমা হুমুল্লাহ। এইজন্য ইহাদের প্রত্যেকের কদমের কাছে বসিয়া সময় কাটাইতাম। আবার অন্য আউলিয়ায় কিরামদিগের রওজা পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো বাহিরে চলিয়া যাইতাম। বিশেষ করিয়া পুরাতন বেরেলীতে আ'লা হজরতের মোহতারম আব্বাজান আল্লামা নাকী আলী খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁহার বুজর্গ দাদাজান আল্লামা রেজা আলী খান রহমাতুল্লাহি আল্লাইহির রওজা যিয়ারত করতঃ ফায়েজ ও বর্কাত হাসেল করিয়াছি।

আমার এই সফরের মাঝামাঝি সময়ে হিন্দুস্তান হারাইয়া ফেলিয়াছে এক জবরদস্ত আলেমে দ্বীনকে। রমযান মাসের চার তারিখ ১৪৩১ হিজরী অনুযায়ী ১৫ই আগষ্ট ২০১০ সালে ইন্তেকাল করিয়াছেন হিন্দুস্তানের প্রথম সারের আলেম কাজীয়ে মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহীম বস্তুবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি। ইনি ছিলেন মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দের খলিফা ও বেরেলী শরীফের মারকায় -ই দারুল ইফতার প্রধান মুফতী। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার জান্নাত নসীব করেন - আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

# ফাতাওয়া বিভাগ

১) সুন্নীদের কোন মসজিদ যদি দেওবন্দীদের কবজায় চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই মসজিদ মেরামত করিবার জন্য চাঁদা দেওয়া জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- মসজিদ নির্মান ও মেরামত এবং মসজিদ আবাদ করিবার অধিকার একমাত্র সুন্নী মুসলমানদের। এই কাজগুলিতে ওহাবী দেওবন্দীদের কোন হক্ক নাই। মসজিদের উপর তাহাদের কর্তৃত্ব হইল জবর দখল মাত্র। সুতরাং তাহাদের হাতে চাঁদা দেওয়াই হইবে গোনাহের কাজে সাহায্য করা। এই রূপ সাহায্য করাকে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রকার চাঁদা দেওয়া থেকে বিরত থাকিতে হইবে। (ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম দ্বিতীয় খন্ড ২০৬ পৃষ্ঠা)

২) ওহাবী, দেওবন্দী ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলির মসজিদ গুলি কি প্রকৃত অর্থে মসজিদ বলিয়া গন্য হইবে?

উত্তর ঃ- সুন্নীদের বানানো মসজিদ যদি কোন বাতিল ফিরকার দখলে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই মসজিদ সব সময়ে মসজিদ বলিয়া গন্য থাকিবে। এই প্রকার মসজিদকে সব সময়ে দখল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কাবা শরীফ তো বহুকাল বেদ্বীনদের দখলে ছিলো। তবে এই বাতিল ফিরকাগুলির বানানো মনজিদগুলি মসজিদ বলিয়া গন্য নয়। কারণ ইহাদের গোমরাহী কুফরের সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। (ফাতাওয়ায় রেজাবীয়া খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ৩৯৭, ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম খন্ড ১ পৃষ্ঠা ২২৪)

৩) সুন্নীদের কোন মসজিদ যদি ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলির দখলে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সুন্নীরা কি অন্যত্র মসজিদ বানাইতে পারিবে ? যদি বর্তমান মসজিদের কাছাকাছি সুন্নীরা কোন মসজিদ বানাইয়া থাকে তাহা হইলে কি এই মসজিদকে যিরার বা ক্ষতিকারক মসজিদ বলা চলিবে?

উত্তর ঃ- যে মসজিদ কোন বাতিল ফিরকার দখলে চলিয়া গিয়াছে সেই মসজিদে সুন্নীদের দখল রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যথা - মসজিদে সুন্নীদের পৃথক জামায়াত করিতে হইবে। এবং নিজেরা সলাত ও সালাম পাঠ করা চালু রাখিবে ইত্যাদি। যদি ইহাতে কোন প্রকার বাধা না থাকে, তাহা হইলে নতুন মসজিদ করিবার আদৌ প্রয়োজন নাই - ইনশা আল্লাহ, একদিন মসজিদ হাতে চলিয়া আসিবে। আর যদি এইরূপ দখলদারী না পাওয়া যায়, বরং বড় ধরনের হাঙ্গামা হইবার ভয় থাকিয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ ফাসাদ থেকে বাঁচিবার জন্য এবং নিজেদের দ্বীনকে বাঁচাইবার জন্য মসজিদ নির্মান করা অবশ্যই জায়েজ। এই মসজিদ কখনোই যিরার বা বাতিল নয়। এই মসজিদকে যিরার বা বাতিল বলাই যুলুম ও অত্যাচার। (ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৩০১) বর্তমানে সি পি এম ও কংগ্রেস রাজনৈতিক কারণে মসজিদ আলাদা করিয়া লইতেছে। তবে সুন্নী মুসলমানগণ, আপনারা নিজেদের মাযহাব ও মিল্লাতকে হিফাজত করিবার জন্য মসজিদ পৃথক করিতে পারিবেন না কেন ! বরং ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য মসজিদ আলাদা করিয়া রাখিয়া যাওয়া জরুরী।

৪) কোন সুন্নী ব্যক্তি যদি এমন মহল্লার মানুষ হইয়া থাকে যে, মহল্লার ইমাম আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের আক্বীদাহ অনুযায়ী চলিয়া থাকে এবং থানুবী সাহেবের প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রোদ্ধা রাখিয়া থাকে, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করতঃ উক্ত ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া পর একা একা নামাজ আদায় করিয়া থাকে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

তবুও অনেক সময়ে এমন অবস্থা আসিয়া যায় যে, ইমামের থেকে আলাদা হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে না। যেমন কোন মানুষ মরিয়া গেলে তাহার জানাজায় শরীক না হইলে সবার সমালোচনার শিকার হইতে হইয়া থাকে। আবার যদি কোন নিজস্ব আত্মীয় ইন্তেকাল করিয়া থাকে, তাহা হইলে তো জানাজায় শরীক হইতে হইবে। অন্যথায় বিপদের শেষ থাকিবেনা। এমতাবস্থায় শরীয়ত সম্মত কোন সহজ উপায় আছে কিনা?

উত্তরঃ- মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী সাহেব তাহার কিতাব হিফজুল ঈমান এর মধ্যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্ম (জ্ঞান) কে জন্তু জানোয়ার, শিশু ও পাগলের ইল্মের সহিত তুলনা দিয়াছেন। এইজন্য আরব ও অনারবের উলামায় কিরাম তাহার উপর কুফরের ফতওয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে তওবা করিবার ও নতুন ভাবে ঈমান আনিবার এবং নতুন ভাবে বিবাহ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার কথার উপর অটল থাকিয়া বলিয়াছেন যে, আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি সঠিক লিখিয়াছি।

মুসলমানদের মধ্যে যে কেহ থানুবী সাহেবের এই কথার প্রতি সমর্থন করতঃ চুপ থাকিয়া এবং সব কিছু জানিয়াও তাহাকে মুসলমান জানিবে সেও থানুবী সাহেবের সহিত ইসলাম থেকে খারিজ হইয়া যাইবে। এই প্রকার মানুষের পিছনে কোন নামাজ হইবে না। না পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হইবে, না জুময়া ও দুই ঈদের নামাজ হইবে, না জানাজার নামাজ হইবে। যে ব্যক্তি গোমরাহ হইয়া গিয়াছে তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহারিমী এবং যাহার গোমরাহী কুফরের সীমায় চলিয়া গিয়াছে তাহার পশ্চাতে নামাজ মূলত হইবে না। সুতরাং যে মহল্লার ইমাম থানুবী ভক্ত হইবে এবং তাহার পশ্চাতে নামাজ না পড়িলে কষ্টে পড়িয়া যাইবার ভয় থাকে, তাহা হইলে অন্যত্র কোন সুন্নী এলাকায় চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। আর যদি ইহা সম্ভব হইয়া না থাকে, তাহা হইলে নিজের সাধ্য ও কৌশল মত বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। কোন রাস্তা না থাকিলে কেবল সবার সঙ্গে দাঁড়াইয়া যাইবে। ইমামের কোন নিয়াত করিবে না। (ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম দ্বিতীয় খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা)

হায় আফসোস ! আজ সেই দিন সামনে চলিয়া আসিয়াছে, যে দিনের কথা হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের প্রাক্কালে ঈমান বাঁচানো হাতে আগুন রাখা অপেক্ষা কঠিন হইবে।

৫) কোন ব্যক্তি যদি মীলাদের কিয়ামের সময়ে দাঁড়াইয়া না থাকে, তাহা হইলে সে কি গোনাহগার হইবে?

উত্তরঃ- কোন ব্যক্তি যদি ওহাবী ধারণানুযায়ূ কিয়ামের সময়ে দাঁড়াইয়া না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় গোনাহগার হইবে। কারণ, বর্তমানে পাক -ভারত উপমহাদেশে মীলাদ কিয়াম থেকে অস্বীকার করা ওহাবীদের আলামত হইয়া গিয়াছে। (ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম দ্বিতীয় খণ্ড ২১৪ পৃষ্ঠা) অবশ্য যদি কোন মানুষ মীলাদ কিরাম করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ কোন কারণ বশতঃ যদি কোন সময়ে না করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না।

৬) দেওবন্দী, আহলে হাদীস ও জামায়াতে ইসলামী; এই বাতিল ফিরকাগুলির ইমামদের পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা ?

উত্তরঃ- প্রশ্নের মধ্যে যে সমস্ত ফিরকার নাম আসিয়াছে তাহারা সবাই হয় গোমরাহ অথবা কঠিন বিদয়াতী অথবা কাফের। সর্বাবস্থায় তাহাদের পিছনে নামাজ নিষেধ রহিয়াছে। কাফের হইলে নামাজ আদৌ হইবে না। গোমরাহ হইলে নামাজ মাকিরুহ হইবে। (ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৫০)



pdf By Syed Mostafa Sakib

৭) কোন সুন্নী ব্যক্তি যদি ওহাবী দেওবন্দীদের মসজিদ মাদ্রাসায় চাঁদা দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি শরীয়তের নির্দেশ কি রহিয়াছে? অনুরূপ যদি ওহাবী দেওবন্দী কোন সুন্নী মসজিদ, মাদ্রাসায় চাঁদা দিয়া থাকে, তাহা নেওয়া কি জায়েজ?

উত্তর :- ওহাবী, দেওবন্দীদের কুফরী আক্বীদাহ জ্ঞাত হইবার পর তাহাদের মসজিদ মাদ্রাসায় চাঁদা দেওয়া জায়েজ নয়। তাহাদের কুফরী আক্বীদাহ জ্ঞাত হইবার পর তাহাদিগকে মুসলমান ধারণা করিয়া চাঁদা পয়সা দিলে তাহাদের মত কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি তাহাদের সহিত ওঠা বসা করিবার কারণে বা চক্ষুলজ্জায় দিয়া থাকে, তাহা হইলে গোনাহগার হইয়া যাইবে। অনুরূপ ওহাবী, দেওবন্দীদের নিকট মসজিদ মাদ্রাসার জন্য চাঁদা চাওয়া উচিত হইবে না। তাহারা সেচ্ছায় দান করিলে তাহা মসজিদ মাদ্রাসায় লাগানো উচিত হইবে না। তাহাদের পয়সা গরীব ছাত্রদের পিছনে খরচ করিয়া দিতে হইবে। (ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম দ্বিতীয় খণ্ড ২২৬ পৃষ্ঠা) এই প্রকার দেওয়া নেওয়া থেকে আল্লাহ সমস্ত সুন্নী দিগকে বাঁচাইয়া রাখেন আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

৮) বর্তমানে কেহ কেহ বলিতেছে যে, দেওবন্দীদের পিছনে নামাজ পড়িলে বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা কতদুর সত্য ?

উত্তর :- দেওবন্দীদের উপর আরব ও অনারবের উলামায় কিরাম কুফরের ফাতাওয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের কুফরী আক্বীদাহ জ্ঞাত হইবার পর যদি তাহাদিগকে মুসলমান জানিয়া তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় ইসলাম থেকে খারিজ হইয়া যাইবে। (ফাতাওয়া বাহরুল উলুম দ্বিতীয় খণ্ড ২১০ পৃষ্ঠা)

৯) ইয়াযিদ মুসলমান, না কাফের? এই বিষয়ে উলামায় ইসলামের ধারণা কি?

উত্তর :- ইয়াযিদ সম্পর্কে উলামায় ইসলামের ভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। ইমাম আহমাদ আলাইহির রহমাহ তাহাকে কাফের বলিয়াছেন। ইমাম শাফয়ী তাহাকে মুসলমান বলিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাহার সম্পর্কে নীরব থাকিয়াছেন। ইহাই হইল আমাদের মাযহাব যে, তাহার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ন্যাস্ত। সুতরাং আমরা তাহাকে না কাফের বলিবো, না মুসলমান। ফাওয়ায় বাহরুল উলুম। (ষষ্ট খণ্ড ১৪১/১৫১ পৃষ্ঠা)

১০) আজকাল অনেকেই কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ইয়াযিদকে হক্ব ও ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুকে না হক্ব ও যালেম বলিতেছে। ইহা সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের অভিমত কি?

উত্তর :- ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু তায়ালা আনহু ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। নিশ্চয় কারবালার ময়দানে তিনি মাযলুম হইয়া শহীদ হইয়াছেন। তাঁহার লড়াই ছিল জিহাদ। একমাত্র খারিজী গোমরাহ সম্প্রদায় তাঁহাকে যালেম বলিয়া থাকে। (ফাওয়ায় বাহরুল উলুম খণ্ড ষষ্ট ১৫৫ পৃষ্ঠা)

আপনার এলাকায় আপনার হাতের পত্রিকাটি ব্যাপক প্রচার করিবার দায়িত্ব আপনার। দ্বীনের খাতিরে আপনার সামর্থানুযায়ী ৫/১০ ক্রয় করতঃ মানুষের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবেন। এজেন্টদের জন্য উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হইবে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পরাপর দশটি প্রশ্নের উত্তরগুলি যেহেতু "ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম" থেকে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই কারণে উক্ত কিতাব সম্পর্কে কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। এই কিতাব খানা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। কিতাবের লেখক এখন বাঁচিয়া রহিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স পঁচাশি বৎসর । আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দুয়া করিয়া থাকি - তাঁহার আয়ু আরো বাড়াইয়া দিয়া দ্বীন ইসলামের খিদমাত করিবার তাওফীক দিয়া থাকেন। এই লেখক হইতেছেন মহা পণ্ডিত মুফতী আব্দুল মান্নান আ'যমী সাহেব কিবলা। পঞ্চাশ বৎসর থেকে তিনি দারুল ইফতার কাজ করিয়া আসিতেছেন। ভারতের উলামায় কিরামগণ তাঁহাকে 'বাহরুল উলুম' বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহার ফাতাওয়ার কিতাবটির নাম করণ হইয়াছে 'ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম'। তিনি সুন্নী জগতের কাছে এক অসাধারণ কিতাব রাখিয়া যাইতেছেন। এই কিতাব খানা যাহারা না দেখিয়াছেন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না যে, কিতাবটির গুরুত্ব কিরূপ। আল হামদু লিল্লাহ ! মাত্র কয়েক দিন পূর্বে নভেম্বরের সাত তারিখ দিবাগত রাত নয় ঘটিকার সময় আযমগড়ে তাঁহার বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করতঃ নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি। এই দুর্বলের দুর্বল মানুষ আমার সংবাদ পাইয়া কত কষ্ট করিয়া বাহির হইয়াছেন, তাহা আমি ও আমার সঙ্গীগণ দেখিয়াছি। বহুদিন পর প্রিয় পুত্রকে পাইয়া যেমন পিতা অতি আদরের সহিত কাছে নিয়া থাকেন, ঠিক তেমনই আমার মত এক অপরিচিত সাক্ষাতকারীকে নিজের চার পায়ীর উপরে একেবারে কোলের কাছে বসাইয়া এবং আমার সঙ্গীগণকে চিয়ারে বসাইয়া এমনই সাদা সিধা ভাবে আলোচনা করিতেছিলেন যে, আমাদের মনে হইতেছিল যেন ইঁনি একজন গ্রাম্য সাধারণ মানুষ। কিন্তু যখন আমি তাঁহার কাছে একের পর এক আমার জটিল জটিল প্রশ্নগুলি রাখিতেছিলাম, তখন তিনি সেগুলির উত্তর এমনভাবে শুনাইতেছিলেন যে, আমাদের মনে হইতেছিল - সত্যিই ইঁনি তো 'বাহরুল উলুম' ইল্মের সমুদ্র। তাঁহার উত্তরগুলি ছিল যেন মহাসমুদ্রের মাঝখান থেকে তুলিয়া আনা মুক্তা। ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম একটি প্রামান্য কিতাব। এই রূপ কিতাব আমাদের মত সাধারণ আলেমদের কাছে থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রকাশ থাকে যে, এই কিতাবখানা প্রকাশ হইয়াছে - ইমাম আহমাদ রেজা এ্যাকিডেমি - বেরেলী শরীফ থেকে। কিতাবখানা প্রকাশের পর মারহারাহ দরবার শরীফ সন্তুষ্ট হইয়া বাহরুল উলুম মুফতী আব্দুল মান্নান সাহেব কিবলাকে চাঁদী দিয়া ওজন করতঃ সমস্ত চাঁদী তাঁহাকে উপহার দিয়াছে। অবশ্য তিনি তাহা কয়েকটি মাদ্রাসায় আল্লাহর অয়াস্তে দান করিয়া দিয়াছেন।

সুবহানাল্লাহ ! আলহামদুলিল্লাহ !

pdf By Syed Mostafa Sakib

# আপনার কাছে আমার আবেদন

জানিনা আপনি কে ! আপনি যদি কোন মাষ্টার সাহেব অথবা ডাক্তার সাহেব হইয়া থাকেন, কিংবা কোন উকিল সাহেব অথবা কোন ইঞ্জিনিয়ার হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি একান্তভাবে অনুরোধ করিতেছি যে, বর্তমানে ইসলামী এডুকেশন বা ইসলামী শিক্ষাকে বাঁচাইবার জন্য আপনিও আল্লাহর ওয়াস্তে একটু আগাইয়া আসুন। কেবল গরীব ঘর থেকে আলেম হইবে এবং ইসলামী শিক্ষাকে বাঁচাইবার দায়িত্ব কেবল তাহাদের উপর থাকিবে, এমন কথা ইসলাম বলে নাই। সুতরাং সবাইকে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবে তাহা তো দেখা যাইতেছে না। ডাক্তার, মাষ্টার ও মন্ত্রীমহলের মানুষদের ঘর থেকে আলেম বাহির হইতেছে না কেন? কোন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে আলেম বাহির হইলে তুলনামূলক সামাজিক কাজ বেশী হইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় বলিতেছি - মাষ্টার, ডাক্তার তথা শিক্ষিত সমাজ আলেম উলামার সহিত দুরাদুরির সম্পর্ক রাখিয়া থাকেন, আজ যদি ডাক্তার ও মাষ্টার সাহেবের ঘর থেকে আলেম বাহির হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই দুরাদুরির সম্পর্ক কাটিয়া যাইবে ইনশা আল্লাহ !

তবে আপনি এই ধারণা করিবেন না যে, আরবী লাইনে দিলে আপনার ছেলের জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে। না, কখনোই না। উচ্চ শিক্ষার জন্য সব সময়ে পয়সার প্রয়োজন। গরীব শ্রেণীর মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়া থাকে না। এই কারণে তাহাদের ঘর থেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কম হইয়া থাকে। আপনি আপনার একটি ছেলেকে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় রাখিয়া কোন বড় মাদ্রামায় প্রথম থেকে পড়াশোনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। পশ্চিম বাংলার বাহিরে এমন বড় বড় বহু প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যেখানে পড়াশোনা করতঃ আপনার ছেলে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সেখান থেকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিলে উপলব্ধী করিতে পারিবেন যে, ইসলামী শিক্ষার শেষ কোথায় ! মৌলবী সমাজ কেবল মসজিদের ইমামতীর কাজে লাগিয়া থাকে, এরূপ ধারণা করতঃ বসিয়া থাকিলে বোকামী করা হইবে।

# ইসলামের একটি বিশেষ অধ্যায়

নামাজ, রোজা ইত্যাদির ন্যায় পরদাপ্রথাও হইল ইসলামের একটি বিশেষ অধ্যায়। বর্তমানে এই অধ্যায়টি এক রকম বাদ পড়িয়া যাইবার মতো হইয়া গিয়াছে। ফলে মুসলিম সমাজ দিনের পর দিন দ্রুত গতিতে নোংরামীর শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া যাইতেছে। আপনি নামাজ না পড়িলে যে ক্ষতি হইয়া থাকে, তদপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়া থাকে আপনার স্ত্রী ও কন্যাকে বেপরদায় রাখিয়া দিলে। নামাজ না পড়িয়া তো আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতি করিলেন, কিন্তু আপনি পরদাপ্রথাকে উঠাইয়া দিয়া সামাজিক সর্বনাশ করিলেন। এই সর্বনাশের হাত থেকে মুসলিম সমাজকে বাঁচাইবার জন্য সর্বশ্রেণীর মানুষের আগাইয়া আসা একান্ত প্রয়োজন। ডাক্তার ও মাষ্টার সাহেব থেকে আরম্ভ করিয়া মুসলিমদের বড় অংশটি পরদাপ্রথাকে ঘৃণার নজরে লক্ষ করিয়া থাকে। অমুসলিমরা ইহাকে যতোই না ঘৃনা করিয়া থাকে তদোপেক্ষা বহুগুনে বেশী ঘৃণা করিয়া থাকে ইহারা। ফলে ভোগ করিতে হইতেছে বহু রকমের যন্ত্রনা। ইহার ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল ভবিষ্যত শান্তির জন্য, সমাজকে শরীয়ত মুখি করিবার জন্য অনুরোধ



pdf By Syed Mostafa Sakib

করিতেছি যে, আল্লাহ পাক ও প্রিয় পয়গম্বর যে পরদা ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা সবাই মানিয়া নিন। মা বোনদের অর্ধোলঙ্গ চেহারা দেখা থেকে বিরত হইয়া যান। শিক্ষার নামে শরীয়তকে উপেক্ষা করতঃ নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন না। পরদা তো শিক্ষা বিরোধী নয়। পরদার ভিতরে থাকিয়া হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা যে জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন তাহা কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত এক নযীর বিহীন দৃষ্টান্ত। তিনি তিন লক্ষ হাদীসের হাফিজা ছিলেন - সুবহানাল্লাহ ! ইহার মুকাবিলায় বর্তমান বিশ্বে একজন মহিলাকে কি দেখানো যাইবে !

# তালাক দেওয়ার পদ্ধতি

প্রকাশ থাকে যে, তালাক হইল সব চাইতে নিকৃষ্টতম হালাল। অবশ্য ইসলাম যদি এই তালাক ব্যবস্থা না করিতো, তবে সংসার জীবনে বড় ধরণের অশান্তি বিরাজ করিতো। অস্বতী রমনীকে লইয়া মানুষকে এক আযাব ভোগ করিতে হইতো। এই জন্য ইসলাম তালাকের ব্যবস্থা করিয়া শান্তিময় জীবনের ব্যবস্থা খুঁজিয়া দিয়াছে। যখন মানুষ একেবারে নিরূপায় হইয়া যাইবে, কোনো প্রকার সমঝোতার রাস্তা খুঁজিয়া পাইবে না, তখন বাধ্য হইয়া তালাকের পথ অবলম্বন করিবে। ঠুংকো কারণে নয়, তবে তাহা কেমন করিয়া দিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিয়াছে ইসলাম।

যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একে অপরকে মানিয়া নেওয়ার মানষিকতা উভয়েই হারাইয়া ফেলিয়া থাকে এবং তালাক দেওয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহা হইলে স্ত্রীর পবিত্রাবস্তায় অর্থাৎ মাসিকের পরে কেবল এক তালাক দিবে। অতঃপর যদি একে অন্যকে মানিয়া নিতে পারে, তাহা হইলে আল্ হামদু লিল্লাহ, খুবই ভালো হইবে। পূর্বের ন্যায় সংসার করিতে থাকিবে। আর যদি ইহা সম্ভব না হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় মাসে মাসিকের পরে পবিত্রাবস্থায় আরো এক তালাক দিয়া দিবে। অতঃপর যদি উভয়ের মধ্যে মিল মুহাব্বাত হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্ হামদু লিল্লাহ, খুবই ভালো হইবে। পূর্বের ন্যায় ঘর সংসার করিতে থাকিবে। ইহা যদি সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৃতীয় মাসে মাসিকের পরে পবিত্রাবস্থায় আর এক তালাক দিয়া দিবে। এখন তিন তালাক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার ধৈর্য ধারণ করতঃ নিয়ম মাফিক তালাক দিলে সওয়াব পাওয়া যাইবে। কারণ, এই প্রকার তালাক দেওয়ার মধ্যে স্ত্রী সংশোধন হইবার বহু সুযোগ পাইয়া থাকে। যাহারা শরীয়তের এই নিয়মকে উপেক্ষা করতঃ এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া থাকে অথবা একই মাসের মধ্যে তিন তালাক দিয়া থাকে তাহারা হইল যালেম ও গোনাহগার।

এখন প্রশ্ন হইল যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা তিন তালাক বলিয়া গন্য হইবে কিনা? অবশ্য অবশ্যই তিন তালাক বলিয়া গন্য হইবে। কারণ, তিন তালাক বলিয়া গন্য না হইলে তালাক দাতা না যালেম হইতো, না গোনাহগার। অথচ কুরয়ান পাকে একসঙ্গে তিন তালাক দাতাকে সীমা লংঘনকারী যালেম বলা হইয়াছে। এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হইয়া যাইবে, ইহার স্বপক্ষে বহু সহী হাদীসও রহিয়াছে। চার মাযহাবের ইমামগণ প্রত্যেকেই ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কোনো ইমামের কোন প্রকার দ্বিমত নাই। একমাত্র ইবনো তাইমিয়া তিন তালাক কে এক তালাক বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। উলামায় ইসলামও তাহাকে গোমরাহ ও গোমরাহকারী বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। এই গোমরাহ ইবনো তাইমিয়ার অনুসরণকারী বর্তমানে ওহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়। এই গোমরাহ সম্প্রদায়ের সহিত শত মসলায় আমাদের মতভেদ রহিয়াছে। ইসলামের


pdf By Syed Mostafa Sakib

সঠিক অর্থে ইহারা মুসলমান বলিয়া গন্য নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, হানাফী ঘরের শত শত মানুষ একসঙ্গে তিন তালাক দিয়া শেষে নিরূপায় হইয়া লামাযহাবী - আহলে হাদীস হইতেছে। তাই আমার হানাফী ভাইগণকে পরামর্শ প্রদান করিতেছি যে, খবরদার ! খবরদার ! কখনো এক সঙ্গে তিন তালাক দিবেন না। দিলে আপনি খুব জব্দ হইয়া যাইবেন। শেষ পর্যন্ত আপনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ স্ত্রীকে ফেরৎ নিয়া সারা জীবন হারাম খাইবেন অথবা লা মাযহাবী হইয়া যাইবেন। খুব প্রয়োজন বোধ করিলে এক তালাক দিয়া দিন। অতঃপর স্ত্রীর সহিত তিনটি মাসিকের মধ্যে কোন প্রকার মেলামেশা করিবেন না। তিনটি মাসিক পূর্ণ হইয়া যাইবার পর স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে বাহির হইয়া যাইবে। এখন তাহার সংশোধন হওয়া পর্যন্ত জব্দ করিয়া রাখুন। যখন সে সংশোধন হইয়া যাইবে এবং তাহার আত্মীয় স্বজন সবাই নেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবে, তখন আপনি তাহাকে সরাসরি নিতে পারিবেন। অন্য কাহারো সহিত বিবাহ দিতে হইবে না। কেবল আপনি একটি নতুন মোহর ধার্য করতঃ দুইজন সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ করিয়া নিবেন। আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা একবারে বুঝিতে না পারিলে একাধিকবার পাঠ করিবেন। তাহাতে বুঝিতে না পারিলে আমার সহিত যোগাযোগ করিয়া বুঝিয়া নিবেন অথবা কোন সুন্নী আলেমের নিকট থেকে বুঝিয়া নিবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বুঝিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন।


সরকার অনুমোদিত একমাত্র মুসলিম ছাত্র সংগঠন - মুসলিম ষ্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন (MSO) এর সদস্য হওয়ার জন্য ইমেল করুন msocontact@gmail.com বিষদ জানতে ইন্টারনেটে www. msoofindia.org লগ অন করুন।

ফ্রি লাইফটাইম ইসলামিক SMS পেতে JOIN AHLESUNNAH লিখে পাঠান 567678 নাম্বারে।


## দুই হাতে মুসাফাহা সুন্নাত

এক হাত দিয়া মুসাফাহা করা অমুসলিম ইহুদী, ঈসায়ীদের রীতি। বর্তমানে এই রীতিকে অনুসরণ করিয়াছে ওহাবী -লা মাযহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ !

দুই হাতে মুসাফাহা সুন্নাত। ইহা হাদীস থেকে প্রমানিত। হানাফী ফিকহের কিতাবগুলিতে দুই হাতে মুসাফাহা করিবার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং সুন্নী হানাফী মুসলমান, খবরদার ! ভুলিয়াও এক হাত দিয়া মুসাফাহা করিবেন না। প্রথমতঃ ওহাবীদের সহিত মুসাফাহা করাইতো জায়েজ নয়। দ্বিতীয় এক হাতে মুসাফাহা করাই হইল নিজের মাযহাবী রীতিকে খতম করিয়া দেওয়া। আজকাল কিছু মাষ্টার, ডাক্তার এই অবৈধ রীতির পিছনে পড়িয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বুঝিবার বোধ দিয়া থাকেন। দুই হাতে মুসাফাহা সম্পর্কে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমাহ একখানা সতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন। অবশ্য এই কিতাব খানা উর্দু ভাষায় লেখা।

### 'ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ও আশরাফ আলী থানুবী'

আপনি অবশ্যই আমার লেখা এই কিতাব খানা সংগ্রহ করতঃ পাঠ করিবার চেষ্টা করিবেন। কিতাবখানা উদ্ধৃতির আলোকে লেখা হইয়াছে। আপনি নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলে অবশ্যই আপনি উভয়ের সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া যাইতে পারিবেন। আমার লেখা আরো যত বই পুস্তক রহিয়াছে সেগুলি সবই পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।




pdf By Syed Mostafa Sakib

# মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ

(ধারাবাহিক চলিবে)

তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল - তিনি হইলেন আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদা। একশত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তবুও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে আ'লা হজরতের ইল্ম ও আমলের চর্চা। তাঁহারই পবিত্র ঘর থেকে পৃথিবীতে পদার্পন করিয়াছেন মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেজা খান রহমা তুল্লাহি আলাইহি। মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দের বংশ পরিচয় হইল নিম্নোরূপ -

১) হজরত সাঈদুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি আফগানিস্তানের কান্দাহারের পাঠান ছিলেন। তিনি মোগল প্রিয়ডে সুলতান মোহাম্মাদ শাহের সঙ্গে হিন্দুস্তানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার উপাধী ছিলো শুজায়াত জংগ বাহাদুর।

২) হজরত সাঈদুল্লাহ খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা হজরত সায়াদাত ইয়ান খান রহমা তুল্লাহি আলাইহি। ইঁনি তাঁহার যুগের বাদশার উযীর ছিলেন। সুলতান মুহাম্মাদ শাহ তাঁহাকে বাদাউনের কয়েকটি হ্যান প্রদান করিয়া ছিলেন।

৩) হজরত সায়াদাত ইঁয়ার খান রহমা তুল্লাহি আলাইহির সাহেব জাদা হইলেন হজরত মাওলানা মোহাম্মাদ আ'যম খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইঁনি প্রথমতঃ বাদশার দরবারে বড় পদে ছিলেন। পরে তাহা ত্যাগ করতঃ নির্জন বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মাওলানা আ'যম খান বেরেলী শহরে মেমারান মহল্লায় বসবাস আরম্ভ করিয়া ছিলেন। তিনি ছিলেন যুগের একজন বিখ্যাত বুজর্গ ও কারামত সম্পন্ন ওলীউল্লাহ।

৪) হজরত মাওলানা আ'যম খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা হজরত মাওলানা হাফেজ কাযেম আলী খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইঁনি ছিলেন বাদাউন শহরের তশীলদার।

৫) হজরত মাওলানা হাফেজ কাযেম আলী খান সাহেবের সাহেব জাদা হজরত মাওলানা রেজা আলী খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইঁনি যুগের জবরদস্ত আলেমে দ্বীন ও বিখ্যাত বুজর্গ ছিলেন। তাঁহার থেকে বহু কারামাত প্রকাশ পাইয়া ছিলো। তিনি দুনিয়ার কাছে 'ইমামুল উলামা' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন।

৬) শাহ রেজা আলী খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাহেবজাদা রাইসুল আতকিয়া আল্লামা নাকী আলী খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইঁনি ছিলেন যুগের অদ্বিতীয় আলেম ও শায়খুল মাশায়েখ। আল্লামা নাকী আলী খানের লেখা বহু কিতাব রহিয়াছে। তাঁহার লেখা - 'আল কালামূল আওযাহ ফী-তাফসীরে আলাম নাশরাহ'। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কেবল একটি সুরাহ এর উপরে একখণ্ড কিতাব লিখিয়াছেন। এই কিতাব খানা পাঠ না করিলে উপলব্ধি করা যাইবে না যে, আল্লামা কেমন আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ওলী ছিলেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, মানুষ সেই যুগে 'আল্লামা' বলিতে সবাই শাহ নাকী আলী খান সাহেবকে বুঝিতেন।

৭) আল্লামা নাকী আলী খান সাহেবের সুযোগ্য ও জগৎ বরেণ্য সাহেবজাদা হইলেন মুজাদ্দিদে আ'যম আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির



pdf By Syed Mostafa Sakib

রহমা বেরেলী শরীফে শুভাগমন করিবার বহু পূর্ব থেকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার জন্য লাইনকে ক্লিয়ার করিয়াছেন। তাঁহাকে এক পবিত্র বংশ থেকে পৃথিবীতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার খান্দানের দিকে তাকাইলে বহু দুর পর্যন্ত আউলিয়ায় কিরাম দেখিতে পাওয়া যায়। আ'লা হজরতের শিক্ষার মুলে রহিয়াছেন তাঁহার বাপদাদাগণ। এমন কি তিনি ইল্মে হাদীসের সনদ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পরম পিতা আল্লামা নাকী আলী খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে এবং তিনি এই সনদ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার পিতা ইমামুল উলামা শাহ রেজা আলী খান রহমা তুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে। মোট কথা, এই খান্দান সব সময়ে ইল্ম ও আমলে উজ্জ্বল হইয়া ছিলেন। আল হামদু লিল্লাহ, আমি আ'লা হজরতের উপর দুইখানা কিতাব লিখিয়াছি - 'ইমাম আহমাদ রেজা' ও 'এশিয়া মহাদেশের ইমাম'।

৮) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কুতবে আলাম, তাজদারে আহলে সুন্নাত মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ আল্লামা শাহ মোহাম্মাদ মুস্তফা রেজা খান রহমা তুল্লাহি আলাইহি। ইঁনি ছিলেন আ'লা হজরতের ছোট সাহেব জাদা এবং তাঁহার বড় ভাই হুজ্জাতুল ইসলামের থেকে বয়সে আঠারো বৎসরের ছোট। হুজুর মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ এক নূরানী ফোকাশের ভিতর দিয়া দুনিয়াতে আসিয়াছেন। আল্লাহু আকবর !

## শুভাগমনের শুভসংবাদ

হুজুর মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ যেদিন দুনিয়াতে শুভাগমন করিয়াছিলেন সেদিন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বেরেলী শরীফে ছিলেন না। আ'লা হজরত শাহ ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী তাঁহার পীরোমুর্শিদ খাতিমুল আকাবির সাইয়েদ শাহ আলে রসুল আহমাদী মারহারাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির আস্তানা শরীফে ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার যামানার কুতব নুরুল আরিফীন হজরত সাইয়েদ শাহ আবুল হাসান নূরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জাহিরী হায়াতে ছিলেন। তিনি আসরের নামাজের পরে মসজিদের সিঁড়ি দিয়া নামিতে ছিলেন এবং আ'লা হজরত তাঁহার পিছনে পিছনে আসিতেছিলেন। হঠাৎ হজরত আবুল হাসান নূরী পিছনে তাকাইয়া বলিয়াছেন - মাওলানা সাহেব ! বেরেলীতে আপনার বাড়ীতে এক সাহেবজাদার শুভাগমন হইয়াছে। আমাকে স্বপ্নে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার নাম রাখা হইবে 'আলে রহমান'। অতঃপর বলিয়াছেন - যখন আমি বেরেলী শরীফে আসিবো তখন এই শিশুকে অবশ্যই দেখিবো। এই শিশু অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বর্কাতময়। অতঃপর আ'লা হজরত যখন মারহারা শরীফ থেকে বেরেলী শরীফ আসিয়াছেন, তখন তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ঘটনা বাস্তবে সত্য। তাঁহার ঘরে এক সুন্দর শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

শায়খুল ইসলাম অলমুসলিমীন তাজদারে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ঘরে ২২শে জিলহিজ্জাহ ১৩১০ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯২ সালে শাহ মোহাম্মাদ মুস্তফা রেজা খান সাহেব - মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হজরত শাহ আবুল হাসান আহমাদ নূরী হুজুর মুফতীয়ে আযমে হিন্দের নাম রাখিয়াছেন - আবুল বর্কাত মহী উদ্দীন জীলানী। মোহাম্মাদ নামে আকীকা হইয়াছে এবং ডাক নাম রাখা হইয়াছে মুস্তফা রেজা।

যখন মুফতীয়ে আ'যমের বয়স মাত্র ছয়


pdf By Syed Mostafa Sakib

মাস, তখন হজরত আবুল হাসান নূরী রহমা তুল্লাহি আলাইহি বেরেলী শরীফ আসিয়াছিলেন। হজরত নূরী মিয়া আলাইহির রহমার সামনে মুফতীয়ে আ'যমকে রাখা হইলে তিনি তাঁহার শাহাদাত আঙ্গুল খানা গালের মধ্যে দিলে মুফতীয়ে আ'যম বহুক্ষন ধরিয়া চুঁষিয়াছিলেন। অতঃপর সাইয়েদ আবুল হাসান নূরী এই ছয় মাসের শিশুকে বায়েত করতঃ সমস্ত সিলসিলার খিলাফত প্রদান করতঃ বলিয়া ছিলেন, এই শিশু তাঁহার যুগের জবরদস্ত আলেমে দ্বীন, বে-মেসাল মুর্শিদ ও ওলীয়ে কামেল হইবে। আল্লাহ আকবর ! মুর্শিদের সুসংবাদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব হইয়াছে। হুজুর মুফতীয়ে আ'যম ছিলেন তাঁহার যুগে তিনি জগৎ বিখ্যাত আলেম, জগত বিখ্যাত ওলী ও আরিফবিল্লাহ !

## শিক্ষা জীবন

মুজাদ্দিদে আ'যম আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘর ছিলো কয়েক শতাব্দি থেকে শরীয়ত ও তরীকতের সঙ্গম এবং ইল্ম ও আমলের মারকায। যেমন আ'লা হজরত বেরেলবীর মূল শিক্ষা ছিলো তাঁহার মোহতারম দাদা ও মোহতারম পিতার নিকট থেকে, তেমনই মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দের আসল শিক্ষা তাঁহার পরম পিতা আ'লা হজরত ও শ্রোদ্ধেয় ভ্রাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজা খানের নিকট থেকে। আ'লা হজরতের বাহিরের উস্তাদ ছিলেন মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। অনুরূপ হুজুর মুফতীয়ে আ'যমের উস্তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আ'লা হজরতের পরে তাঁহার বিশেষ উস্তাদ হইলেন বড় ভাই হুজ্জাতুল ইসলাম হজরত শাহ হামিদ রেজা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি। মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ তের বৎসর বয়স থেকে মুফতীর মসনদে বসিয়া ফতওয়া প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বয়ং আ'লা হজরত তাঁহাকে এই নামে মোহর তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন - 'আবুল বর্কাত মুহীউদ্দীন জীলানী আলুর রহমান মোহাম্মাদ ওরফ মুস্তফা রেজা'। মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দের এই মোহর খানা তাঁহার তৃতীয় হজের যামানায় জিদ্দায় হারাইয়া গিয়াছিল।

সুন্নী জগৎ যদিও শাহ জাদায় আ'লা হজরতকে মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকে, আসলেই কিন্তু তিনি ছিলেন মুফতীয়ে আ'জমে আলাম - জগত। ইল্ম ও আমলের দিক দিয়া তাঁহার জাত ও সত্ত্বার দিকে তাকাইয়া দুনিয়া উলদ্ধি করিয়াছে যে, ইল্মের সমুদ্র ও আমলের সূর্য আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আমাদের জাহিরী নজর থেকে আড়াল হইয়া যাইবার পরে যেন আরো একবার ইল্মের ও ফজলের আসমানে মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দের আকারে সূর্য হইয়া চমকাইয়াছেন।

## লেখনীর ময়দান

আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর লেখনীর ময়দান যেন দুনিয়ার একটি বিরাট অংশ। হয়তো এই কারণে হুজুর মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ কিছু লিখিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই। তবুও তিনি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপরে প্রায় দুই ডজনের মত কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সারা জীবন হাজার হাজার প্রশ্নের জবাব দিয়া গিয়াছেন। শারেহ বোখারী - বোখারী শরীফের ব্যাখাকার ফকীহে আসর মুফতী শরীফুল হক আমজাদী রহমা তুল্লাহি আলাইহি হুজুর মুফতীয়ে আ'যমের নিকট থেকে পঁচাত্তর হাজারের মত ফতওয়ার জবাব লিখিয়াছেন। এই ফতওয়ার কিতাবটি অল্প দিনের মধ্যে প্রকাশের পথে রহিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। আল হামদুলিল্লাহ ! মাত্র কয়েকদিন পূর্বে শারেহ বোখারীর


pdf By Syed Mostafa Sakib

মাযার শরীফ যিয়ারত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। মুফতী শরীফুল হক আমজাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহির - 'নুজহাতুল কারী শারহে বোখারী' কিতাবখানা নয় খণ্ডে সমাপ্ত। আল্ হামদুলিল্লাহ, এই কিতাব খানা হইল সুন্নী দুনিয়ার জন্য এক গৌরবময় কিতাব। যাইহোক, মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দের ফাতাওয়া গুলির একটি অংশকে একত্রিত করতঃ বাহির করা হইয়াছে, যাহা চার খণ্ডে সমাপ্ত। কিতাবখানার নাম - 'ফাতাওয়ায় মুস্তফাবীয়া'। এই কিতাব খানা পাঠ না করিলে বুঝিতে পারা যাইবে না যে, মুফতীয়ে আ'যমের কলমের কারামত কেমন ছিলো! তাঁহার সমস্ত কিতাব বিশেষ করিয়া ফাতাওয়ায় মুস্তফাবীয়া হইল আমাদের মত আলেমদের জন্য অমূল্য সম্পদ।

আশরাফ আলী থানুবী ও উলামায় দেওবন্দের খণ্ডনে তিনি যে সমস্ত কিতাব লিখিয়াছেন, যথা - অকয়াতুস সিনান, ইদখালুস সিনান ও আল মাওতুল আহমার ইত্যাদি; এই কিতাব গুলির মধ্যে তিনি যে সমস্ত প্রশ্ন রাখিয়াছেন, সেগুলিকে প্রশ্ন না বলিয়া যদি এক একটি পাহাড় বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাড়াবাড়ি করা হইবে না। যেমন পাহাড় সরানো সম্ভব নয়, তেমন আজ পর্যন্ত প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া দেওবন্দীদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আল হামদু লিল্লাহ, তাহার লেখা অধিকাংশ কিতাব আমার দফতরে মৌজুদ রহিয়াছে।

## শৈশব কাল

হুজুর মুফতীয়ে আ'লামের শৈশবকাল ছিল সাধারণ শিশুদের থেকে সম্পূর্ণ সতন্ত্র। সাধারণতঃ শিশুরা বাল্যকালে বহু রকমের খেলা ধুলা ও রং তামাশার মধ্যে লিপ্ত থাকে। কিন্তু তিনি এই সমস্ত জিনিষ থেকে পাক পবিত্র ছিলেন। তিনি খেলাধূলা করা তো দুরের কথা, খেলা শব্দের ধারে কাছে পর্যন্ত পদার্পন করেন নাই। একদা তাঁহার সমবয়স্ক সঙ্গীগণ তাঁহাকে লইয়া শিকার করিতে যাইবার সিদ্ধান্ত নিয়া ছিলেন। এই প্রস্তাবে তিনিও তাহাদের সহিত যাইবার জন্য রাজি হইয়া ছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে সবাই আসিয়া তাঁহার বাড়ির দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া তাঁহার আসিবার জন্য আওয়াজ দিলে তিনি বাড়ির বাহিরে আসিতে ছিলেন। এই সময়ে বাহিরের কোন মানুষ তাঁহার সঙ্গীদের কোথায় যাইবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর দিয়াছিলেন - আমরা শিকার খেলিতে যাইবো। এই কথাটুকু তিনি বাড়ির ভিতর থেকে শুনিয়া ফেলিয়াছেন। অতঃপর তিনি বাড়ির বাহিরে না আসিয়া ভিতর থেকে জবাব দিয়াছেন - আমার প্রিয় সঙ্গীগণ ! আজ আমি আপনাদের সঙ্গে যাইতে পারিবো না। কারণ, কাল পর্যন্ত ছিলো "শিকার করা" কিন্তু আজ তাহা হইয়া গিয়াছে শিকার খেলা। শিকার করা শরীয়তে জায়েজ, কিন্তু 'শিকার খেলা' জায়েজ নয়। অতএব, আমি যাইতে পারিবো না। সুবহানাল্লাহ ! সুবহানাল্লাহ ! ইঁনি হইলেন শাহজাদায় আ'লা হজরত মোহাম্মাদ মুস্তফা রেজা খান মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ ! যিনি কেবল 'খেলা' শব্দটি সংযোগ হইবার কারণে সঙ্গীদের সহিত যাওয়াতো দুরের কথা, সঙ্গীদের সহিত সাক্ষাত পর্যন্ত করেন নাই।

তাঁহার আরো শৈশব কালের একটি ঘটনা রহিয়াছে। যখন তাঁহার বয়স ছিলো মাত্র ছয় বৎসর। সেই সময় তিনি একবার বাড়ির ছাদের একদম কিনারায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই সময় দুইটি কবুতর ছাদের উপর আসিয়া বসিয়া গিয়াছিলো। তখন তিনি ছোট একটি পাথর উঠাইয়া কবুতর দুইটিকে মারিতে চাহিয়াছিলেন। যখন তিনি কবুতর গুলির দিকে পাথর টুকরো ফিঁকিয়াছেন, তখন তিনি নিজেকে শামলাইতে না পারিয়া ছাদ থেকে নিচে পড়িয়া গিয়াছিলেন। ফলে



pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁহার চোট লাগিয়াছিলো এবং তাঁহার জবান বন্ধ হইয়া গিয়াছিলো। ইহাতে বাড়ির সমস্ত মানুষের মধ্যে চঞ্চলতা চলিয়া আসিয়াছিল এবং সবাই হয়রান পেরিশান হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আ'লা হজরত ইহাতে কোন প্রকার গুরুত্ব দিয়া ছিলেন না। চিকিৎসা চলিতেছিল কিন্তু জবান খুলিয়া ছিলো না। এই ভাবে সাত মাস কাটিয়া গিয়াছিল। বাড়িতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিলো, কিন্তু হুজুর মুফতীয়ে আ'যমের কারণে কেহ আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা বেলায় এক ব্যক্তি হজরতকে লইয়া আ'লা হজরতের কোলে বসাইয়া দিয়াছেন এবং খুব বিনীত ভাবে বলিয়াছেন - হজরত ! আজ একটু ইহার দিকে দয়ার দৃষ্টি দিন। আ'লা হজরত কিছুক্ষন নীরব থাকিবার পর বলিলেন -আচ্ছা যাও। আমার মোহতারম দাদা জানের (হজরত রেজা আলী খান রহমাতুল্লাহির) নিয়ায নিয়ে এসো। নিয়ায দেওয়ার পর আ'লা হজরত কিছু পাঠ করিয়া ফুক দেওয়ার পর হুজুর মুফতীয়ে আ'যম কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আলহামদু লিল্লাহ ! ইঁনি হইলেন তাজদারে আহলে সুন্নাত মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ মোহাম্মাদ মুস্তফা রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান। যিনি এই ঘটনা থেকে শৈশব হইতে সারা জীবনের জন্য সাবধান হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারায় খোদা তায়ালার মাখলুক কেহ কোন দিন কোন প্রকার কষ্ট পাইয়া ছিলো না। তিনি যেন মাখলুকের খিদমাত ও দ্বীন প্রচারের জন্য নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

## এক ঐতিহাসিক ফাতওয়া

হুজুর মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ আলাইহির রহমার এক ঐতিহাসিক ফতওয়া, যাহা দুনিয়াকে আশ্চর্য করিয়া দিয়াছে।

জেনারেল আইউব খানের প্রীয়ডে বর্তমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছিলো একটি পাকিস্তান। পাকিস্তানে সরকারী তরফ থেকে একটি হিলাল কমিটি কায়েম করা হইয়াছিলো। কমিটির সদস্যগণ ঈদ ও বকরা ঈদের সময়ে বিশেষ ভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উড়ো জাহাজের মাধ্যমে চাঁদ দেখিতো। এবং তাহাদের দেখার উপর ভিত্তি করিয়া সরকারী তরফ থেকে চাঁদ হইবার ঘোষনা করা হইতো। একবার ঈদের সময়ে উনত্রিশে রমজান এই কমিটির সদস্যগণ চাঁদ দেখিবার জন্য জাহাজের মাধ্যমে উপরে উঠিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যাইবার সময়ে তাহারা চাঁদ দেখিয়া থাকে এবং এ বিষয়ে সরকারকে জ্ঞাত করিয়া থাকে। অতঃপর সরকারী ভাবে চাঁদ হইবার ঘোষনা হইয়া যায়। কিন্তু সেখানকার সুন্নী উলামায় কিরাম তাহা মানিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন, শেষ পর্যন্ত তাহারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম দেশে মুফতীদের নিকট ফতওয়া চাহিয়াছিলেন এবং ভারতের কাছে হুজুর মুফতীয়ে আ'যমের নিকট ফতওয়া চাওয়া হইয়া ছিলো। প্রায় পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে যে ফতওয়া আসিয়াছিলো সেগুলি সবই ছিলো পাকিস্তান হিলাল কমিটির স্বপক্ষে। কিন্তু তাজদারে আহলে সুন্নাত শাহ জাদায়ে আ'লা হজরত মুফতীয়ে আ'যমে আলামের ফতওয়াটি ছিলো সবার সতন্ত্র। মুফতীয়ে আ'যমের ফতওয়ার ভাষাটি ছিলো নিম্নোরূপ - "চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখিবার ও ঈদ করিবার হুকুম হইল শরীয়তের এবং যেখানে চাঁদ দেখা যাইবে না সেখানে শরীয়ত সাপেক্ষ শাহাদাতের উপর শরীয়তের কাজী নির্দেশ দিবেন। চাঁদ জমীনের উপর থেকে অথবা এমন স্থান থেকে দেখিতে হইবে যাহা জমীনের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে। থাকিল, জাহাজের মাধ্যমে ছাঁদ দেখা; ইহা হইল ভুল। কারণ, চাঁদ ডুবিয়া যায়, ধ্বংস



pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়া যায় না। এই জন্য কোন স্থানে ২৯ তারিখে এবং কোন স্থানে ৩০ তারিখে দেখা যায়। যদি জাহাজে উঠিয়া চাঁদ দেখা শর্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বহু উপরে উঠিলে ২৭ ও ২৮ তারিখেও চাঁদ দেখা যাইতে পারে। তবে কি ২৮ ও ২৭ তারিখে চাঁদের নির্দেশ দেওয়া হইবে? কোন জ্ঞানী ইহা সমর্থন করিবে না। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় ২৯ তারিখের চাঁদ দেখা কেমন করিয়া গ্রহনযোগ্য হইবে?''

হজরতের এই জবাবকে পাকিস্থানের সমস্ত পত্রিকায় বড় অক্ষরে শিরোনামায় ছাপা হইয়াছিলো। পরের মাসে সরকারীভাবে ২৮ ও ২৭ তারিখে জাহাজের মাধ্যমে চাঁদ দেখিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিলো, যাহাতে ফতওয়ার ভাষা বাস্তব হইয়াছিলো। অতঃপর পাকিস্তান সরকার মুফতীয়ে আ'যমের ফতওয়ানুযায়ী হিলাল কমিটি বাতিল করিয়া দিয়াছিলো। এবং দুনিয়ার সমস্ত মুফতীয়ানে কিরাম তাঁহার ইল্মের দরবারে নতি স্বীকার করিয়াছেন।

(.....চলিবে.....)

# খুব মনে রাখিবেন

১) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যাহারা বৃটিশ সরকারের দালাল বলিয়া থাকে অথবা তাঁহার বিপক্ষে কোন প্রকার সমালোচনা করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় ইহুদী অথবা ওহাবী। তাঁহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে অবিলম্বে সংগ্রহ করুন আমার রেখা পুস্তকগুলি - ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী ও এশিয়া মহাদেশের ইমাম ইত্যাদি।

২) ইবনো তাইমিয়া, ইবনো আব্দুল ওহাব নজদী, সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী, ইসমাইল দেহলবী, কাসেম নানুতুবী, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, খলীল আহমাদ আম্বেহটি, আশরাফ আলী থানুবী, হুসাইন আহমাদ মাদানী, আবুল হাসান আলী নদবী ও মিষ্টার মওদুদী; ইহারা প্রত্যেকেই ছিলেন গোমরাহ ও গোমরাহকারী। সুতরাং কোন সাধারণ মানুষ তাহাদের বই পুস্তকে হাত দিবেন না। গোমরাহীতে পড়িয়া যাইবেন।

৩) ভারতের জাকির নায়েক ও বাংলাদেশের দিলওয়ার হোসেন সাঈদী হইতেছেন গোমরাহ ও গোমরাহকারী। জাকির নায়েক একজন গায়ের মুকাল্লিদ লা মাযহাবী সম্প্রদায়ের মানুষ এবং দাবীদার আহলে হাদীস। বর্তমানে সৌদীর পয়সায় পুষ্ট হইয়া টেলিভিশনের পরদায় হানাফী সম্প্রদায়কে গোমরাহ করিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন। জাকির নায়েক হইলেন একজন গোমরাহীর নায়ক। তিনি বলিয়াছেন, বর্তমানে আমাদের জন্য মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাল্লামকে মানাও হারাম। এইজন্য আহলে সুন্নাতের উলামাগণ তাহাকে গোমরাহ কাফের ইত্যাদি বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। এমনকি দেওবন্দী আলেমরাও তাহাকে গোমরাহ বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। দিলওয়ার হোসেন সাঈদী হইতেছেন জামায়াতে ইসলামীর লোক। তাহার গোমরাহীর কারণে বর্তমানে বাংলদেশে সরকার তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা নায়েক ও সাঈদীর প্রতি ভাল ধারণা রাখিয়া থাকে তাহারাও তাহাদের মত গোমরাহ।

৪) আমীরুল মুমিনীন হজরত মুয়াবিয়া রাদীয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের সাহাবা। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আপন শ্যালক ও অহীর অন্যতম লেখক। তাঁহাকে যাহারা নিন্দা মন্দ করিয়া থাকে তাহারা হইল শীয়া ও জাহান্নামী কুকুর। এই রূপ কোন শীয়া কুকুরের হাতে মুরীদ হওয়া হারাম। যদি কেহ ভুলবশতঃ মুরীদ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জ্ঞাত হইবার পর সঙ্গে সঙ্গে



pdf By Syed Mostafa Sakib

বায়েত বাতিল করতঃ কোন কামেল পীরের হাতে মুরীদ হইয়া যাওয়া জরুরী।

৫) শীয়া সম্প্রদায় বহুদলে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই হইল গোমরাহ। ইহাদের একাংশ সরাসরি কাফের। এই কাফের শীয়া হইল, যাহারা বলিয়া থাকে যে, হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ভুল করতঃ অহী হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর নিকটে না আনিয়া হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে পৌঁছাইয়া ছিলেন এবং হুজুর পাকের ইন্তেকালের পরে হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হজরত ফাতিমা রাদী আল্লাহু আনহার নিকটে অহী আনিয়াছেন। অহীর এই অংশকে 'মাসহাফে ফাতিমী' বলা হইয়া থাকে। এই শীয়া সম্প্রদায় হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর পরম শত্রু। পশ্চিমবাংলায় শীয়াদের একটি গোষ্ঠি রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরে রহিয়াছে ইহাদের একটি বড় আখড়া। ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত মুনাফিক। ইহারা আহলে বায়েতের আড়ালে মুরীদদিগকে হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর দুশমন বানাইয়া থাকে। ইহাদের হাতে বায়েত গ্রহণ করা হারাম, বরং বিষ খাইবার নামান্তর।

৬)তাবলিগী জামায়াত হইল একটি গোমরাহ ও গোমরাহকারী জামায়াত। এই জামায়াত থেকে সব সময়ে সাবধান থাকিতে হইবে এবং এই জামায়াত কোন মসয়ে সামনে পড়িয়া গেলে নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবেন - "আল্লাহুম্মা আউজু বিকা মিন হাজিহিল জামায়াতিদ দল্লাতিল মুদিল্লাহ"। অথাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাহিতেছি এই গোমরাহ্ ও গোমরাহ্ কারী জামায়াত থেকে।

## কিয়াম চালু করিয়া দিন

যেহেতু আপনারা সুন্নী মানুষ। এই কারণে আমি আপনাদের কাছে বারংবার অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা মসজিদে কিয়াম চালু করিয়া দিন। বিশেষ করিয়া ফজরের নামাজের পর ও জুময়ার নামাজের পর সমস্ত মুক্তাদীগণ দাড়াইয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি সালাম পাঠ করতঃ জিন্দা, মুর্দা সবার জন্য দুয়া করিয়া একে অন্যের সহিত মুসাফাহা করতঃ বাহির হইয়া যান। ইহাতে ইনশাআল্লাহ, সারাদিনের কাজ কার্মে বর্কাত হইবে, সারাদিন মনে শান্তি থাকিবে। আর সব চাইতে বড় কথা হইল যে, এই প্রকার সালাম পাঠ করা চালু করিতে পারিলে ইনশাআল্লাহ, মসজিদ সমস্ত বাতিল ফিরকা থেকে নিরাপদ হইয়া থাকিবে। বিশেষ করিয়া তাবলিগী জামায়াত মসজিদে বাঁসা বাধিতে পারিবে না। বাতিল ফিরকাগুলির সহিত সংঘাত থেকে বাঁচিবার সব চাইতে বড় উপায় হইল মসজিদে ব্যাপকভাবে দরূদ ও সালাম চালু করিয়া দেওয়া। আল্ হামদু লিল্লাহ, সুন্নীদের শত শত মসজিদ এইরূপ দরূদ ও সালামের বর্কাতে বাতিল ফিরকা গুলির থেকে পাক সাফ হইয়া গিয়াছে। যাহারা কেবল জালসা ও মীলাদে কিয়াম ও সালাম করিয়া থাকে এবং মসজিদে চালু করিতে পারে নাই তাহাদের হাত থেকে শত শত মসজিদ ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াতের কব্জায় চালয়া গিয়াছে। এখনো সময় রহিয়াছে অবিলম্বে কিয়াম চালু করিয়া দিন।

## মুর্দা সুন্নাত জিন্দা করুন

খাসায়েস কোবরা কিতাবের মধ্যে একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুময়ার দিন মসজিদে নবুবী শরীফ থকে ছত্রিশ জন মানুষকে মুনাফিক বলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং মসজিদ থেকে মুনাফিক মার্কা মানুষদের বাহির করিয়া দেওয়া সুন্নাত। বর্তমানে এই সুন্নাতটি মুর্দা হইয়া গিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - ফিৎনার যুগে মুর্দা সুন্নাতকে জিন্দা করিলে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে। যেহেতু বর্তমানে তাবলিগী জামায়াতের মত মুনাফিক জামায়াতটিকে মসজিদ থেকে বাহির করিয়া দিলে মুর্দা সুন্নাত জিন্দা করা হইবে এবং এক শত শহীদের সওয়ার পাওয়া যাইবে। কারণ, এই সুন্নাত পালনের পিছনে বড় ধরণের ঝড় আসিবার সম্ভবনা থাকিয়া যায়।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# আমীরুল মুমিনীন হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু

হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের সাহাবা। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় একদল মুনাফিক শীয়া নিজদিগকে আলে বায়েত বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। এই সুবাদে তাহারা একাংশ মানুষের কাছে খুবই শ্রোদ্ধার পাত্র হইয়া রহিয়াছে। এই মুনাফিকের দল মানুষকে আবার মুরীদও করিয়া থাকে। সাধারণ মানুষ ইহাদের মুনাফেকী চরিত্র আদৌ বুঝিতে পারেনা। সরল মনে মুর্শিদকে মানিয়া থাকে। ধীরে ধীরে মুনাফিকদের সঙ্গলাভে মুনাফেকী চাল চলোন অবলম্বন করিয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর ন্যায় একজন সাহাবীয়ে রসুলের প্রতি নানা রকম কুৎশা ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে। এইজন্য হজরত আমীর মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর সম্পর্কে ইসলাম ও উলামায়ে ইসলামের ধারণা কি, তাহা প্রমানের আলোকে লেখা হইতেছে; যাহাতে সরল মনা মুসলমান তাঁহার পবিত্র শান সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌছিতে পারে এবং কোন মুনাফিকের চক্রান্তে পড়িয়া নিজের আখিরাতকে বর্বাদ করিয়া না থাকে।

## বংশ পরিচয়

হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর বংশ সুত্র তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়ের দিক দিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চতুর্থতম দাদা আব্দে মানাফ পর্যন্ত পৌছিয়াছে। পিতার দিক দিয়া, যথা মুয়াবিয়া পুত্র আবুসুফিয়ান, পুত্র উমাইয়া, পুত্র আবদে শাম্স, পুত্র আব্দে মানাফ। মাতার দিক দিয়া, যথা - মুয়াবিয়া পুত্র হিনদা, কন্যা আতবা, পুত্র রাবীয়া, পুত্র আব্দে শাম্স, পুত্র আব্দে মানাফা। এই আবদে মানাফ হইলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চতুর্থ তম দাদা। যথা- হুজুর পাকের পিতা হজরত আব্দুল্লাহ, তাঁহার পিতা আব্দুল মুত্তালিব, তাঁহার পিতা হজরত হাশিম, তাঁহার পিতা হজরত আবদে মানাফ। সুতরাং হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু বংশের দিক দিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অত্যন্ত নিকটবর্তী আত্মীয় ছিলেন। আবার সম্পর্কের দিক দিয়া তিনি ছিলেন হুজুর পাকের আপন শ্যালক। কারণ, হজরত উম্মে হাবীবাহ রাদী আল্লাহু আনহা ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র বিবিও হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর আপন বোন। এইজন্য মাসনুবী শরীফের মধ্যে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহমা তুল্লাহি আলাইহি হজরত মুয়াবিয়াকে সমস্ত মুমিনদিগের মামা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

## হজরত মুয়াবিয়ার জন্ম বৃত্তান্ত

আল্লামা জালালুদ্দীন সিউতীর লেখা তারিখুল খোলফার মধ্যে বলা হইয়াছে। হিন্দা বিনতে আতবাহ নামী এক মহিলা ফাকাহ ইবনো মুগীরাহ কুরাইশীর বিবাহে ছিলো। ফাকাহ ওঠা বসা করিবার জন্য একটি বৈঠকখানা বানাইয়া রাখিয়া ছিলো। এই বৈঠকখানায় হিন্দার যাতায়াতে কোন বাধা ছিলো না। হঠাৎ একদিন ফাকাহ ও তাহার স্ত্রী হিন্দা এই বৈঠক খানায় বসিয়াছিলো। কোন কারণে ফাকাহ বাহিরে চলিয়া যায় এবং হিন্দা সেখানে একা বসিয়া থাকে। হঠাৎ এই সময়ে একজন পুরুষ মানুষ এই বৈঠকখানায় আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সেখানে একটি মাত্র মহিলাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা ফাকাহ দেখিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর সে হিন্দের নিকট আসিয়া ক্রোধে এক ঠোক্কর মারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, তোমার কাছে এই লোকটি কে আসিয়াছিলো? হিন্দ বলিয়াছে, আমি কাহারো দেখি নাই। তবে তোমার বলিবার পরে মনে হইতেছে যে, কেহ আসিয়াছিলো কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে



pdf By Syed Mostafa Sakib

চলিয়া গিয়াছে। ফাকাহ্ বলিয়াছে - তুমি আমার উপযুক্ত নয়, এখনই আমার বাড়ী থেকে বাহির হইয়া যাও। অতঃপর হিন্দ তাহার মাতা পিতার কাছে চলিয়া যায়। তবে বিষয়টি লইয়া মানুষ সব সময়ে সমালোচনা করিতে থাকে। হিন্দের পিতা একদিন তাহাকে বলিয়াছে - মানুষ সব সময়ে তোমার সমালোচনা করিতেছে। সুতরাং সত্য করিয়া বলো-আসল ব্যাপারটি কি ! যদি তোমার স্বামী সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি কাহারো মাধ্যমে তাহাকে হত্যা করিয়া দিবো, তাহা হইলে মানুষ বদনাম করা থেকে বিরত থাকিবে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে, তবে চলো - এই ব্যাপারটি ইয়ামানের কোন গনকের নিকটে বলিবো। ইহা শ্রবন করতঃ হিন্দ নিজের পবিত্রতার স্বপক্ষে শপথ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যখন হিন্দের পিতার পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে, হিন্দ সত্য কথা বলিতেছে, তখন হিন্দার পিতা ফাকাহকে বাধ্য করিয়াছে যে, তুমি আমার কন্যার নামে জেনার বদনাম দিয়াছো, সুতরাং তুমি তোমার খান্দানের লোকজনকে লইয়া ইয়ামানের কোন গনকের কাছে চলে। তখন ফাকাহ্ দুই খান্দানের কিছু জ্ঞানী লোকদের লইয়া ইয়ামান রওয়ানা হইয়াছে। হিন্দার সহিত তাহার কয়েকজন বান্ধবীও ছিলো। যখন কাফেলা ইয়ামানের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে, তখন হিন্দার চেহারা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহার পিতা ক্রোধে বলিয়াছে - তোমার চেহারাতে বলিতেছে যে, তুমি অপরাধী। হিন্দা বলিয়াছে - না, এমন কথা নয়। বরং তুমি আমাকে এমন একজনের কাছে লইয়া যাইতেছো যে, তাহার কথা কখনো সঠিক হইয়া থাকে, আবার কখনো ভুল হইয়া থাকে। সে যদি আমার সম্পর্কে ভুল কথা বলিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সমগ্র আরবে কলংকিত হইয়া যাইবো। পিতা আতবাহ বলিয়াছে - আমি তোমার কথা গণকের কাছে বলিবার পূর্বে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া নিবো। সুতরাং আতবাহ তাহার ঘোড়ার কানে পশুদের এমন বুলি বলিয়া দিয়াছে যাহাতে ঘোড়া গরম হইয়া গিয়াছে। ঘোড়া লিঙ্গ বাহির করিয়া দিয়াছে। এই সময়ে আতবাহ ঘোড়ার লিঙ্গের মধ্যে একটি গমের দানা রাখিয়া দিয়া তাহাতে একটি চামড়ার পট্টি মারিয়া দিয়াছে। অতঃপর কাফেলা গনকের কাছে পৌঁছিয়া গণককে আতবা বলিয়াছে - আমরা এক বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে আসিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্বে আমরা আপনাকে পরীক্ষা করিতে চাহিতেছি। যদি আপনি আমাদের কথার উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের আসল কথা বলিবো। তখন গনক বলিয়াছে - ঘোড়ার লিঙ্গের মধ্যে তুমি একটি গমের দানা রাখিয়া দিয়াছো। আতবার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে, গনক সঠিক রহিয়াছে। অতঃপর গনকের সামনে সমস্ত মহিলাগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলা হইয়াছে - আপনি ইহাদের সম্পর্কে চিন্তা করিয়া সঠিক বিবরণ দিন। গনক একের পর এক মহিলার নিকটে আসিয়াছে। শেষ পর্যন্ত হিন্দার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিয়াছে - তুমি পবিত্র। তুমি কোন সময়ে ব্যাভিচার কারো নাই এবং তোমার পেট থেকে একজন বাদশা হইবে যাহার নাম হইবে মুয়াবিয়া।

## হজরত মুয়াবিয়ার ফজীলত

আমীরুল মুমিনীন হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহ্ আনহু একজন উচ্চ পদস্থ সাহাবা ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে এমন বহু হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে, যেগুলি থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, তিনি একজন মহান মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এখানে কেবল তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে।

ক) হজরত ইরবায ইবনো সারিয়া রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - "আল্লাহুম্মা আল্লিম মুয়াবিয়াতাল কিতাবা অল হিসাবা অকিহিল আযাবা" হে আল্লাহ ! তুমি মুয়াবিয়াকে কিতাব (কুরয়ান শরীফ) ও হিসাবের জ্ঞান দান করো এবং তাহাকে আযাব থেকে বাচাও। হাদীসটি ইমাম আহমাদ মুসনাদের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আমার সংগ্রহ আন্‌নাহিয়া ১৪ পৃষ্ঠা থেকে। খ) হজরত আব্দুর রহমান ইবনো আবু আমীরাহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহ আনহুর জন্য দুয়া করিয়াছেন - "আল্লাহুম্মাজ আলহু হাদিয়াম মাহদিয়া - অহ্‌দি বিহিন্নাসা" হে আল্লাহ মুয়াবিয়াকে হাদী (হিদায়েতকারী) ও মাহদী (হিদায়েত প্রাপ্ত) বানাইয়া দাও এবং তাহার মাধ্যমে মানুষকে হিদায়েত দাও। হাদীসটি তিরমিজী ও মিশকাত শরীফের মধ্যে ৫৭৯ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে।


pdf By Syed Mostafa Sakib

গ) হজরত আব্দুল মালিক ইবনো উমাইর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন - "ইয়া মুয়াবিয়াতু ইজা মালাকতা ফা আহসিন" যখন তুমি বাদশা হইয়া যাইবে তখন মানুষের সহিত ভাল ব্যবহার করিবে। হাদীসটি ইবনো আবী শাইবা মুসান্নাফের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি তারিখুল খোলাফা ১৩২ পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করিয়াছি।

## হজরত আলী ও হজরত ইমাম হাসানের প্রতি

হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু শেরে খোদা হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু ও তাঁহার পুত্র হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহুর প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রোদ্ধা রাখিতেন, যাহা নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি হইতে প্রমান হইয়া থাকে।

ক) আল্লামা মোহাম্মাদ ইবনো মাহমুদ আমিলী তাহার কিতাব 'নাফায়েসুল ফুনূন' এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন - একবার হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু এক সভায় সমবেত মানুষকে বলিয়াছিলেন - "মান আনশায়া শে'রান ফী মাদহি আলীইন কামা ইয়ালিকুবিহী আ'তাইতুহু বিকুল্লি বাইতিন আলফা দীনারিন" অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর প্রসংশায় তাঁহার যোগ্যতানুযায়ী কবিতা বলিবে তাহাকে আমি প্রতি কবিতায় এক লক্ষ দীনার প্রদান করিবো। (সাওয়াইকে মুহরিকা ৮১ পৃষ্ঠা)

হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু প্রত্যেক কবিতার উপরে বলিতেন - 'আলীউন আফজালূ মিনহু' অর্থাৎ আলী ইহা অপেক্ষা উত্তম। এমন কি এই সভায় হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর শানে হজরত উমার ইবনো আস কবির একটি কবিতা এতই পছন্দ হইয়া ছিল যে, একটি কবিতার উপরে তাহাকে সাত হাজার দীনার প্রদান করিয়াছেন। (আন্ নাহিয়া ২৯ পৃষ্ঠা)

খ) হজরত মোল্লা আলী কারী রহমা তুল্লাহি আলাইহি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো বুরাইয়াহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হাদীস মিশকাত শরীফের শারাহতে নকল করিয়াছেন যে, একবার হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহু হজরত আমীর মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর নিকটে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছেন - "লা উজীযান্নাকা বিজাইযাতিন লাম উজীযু বিহা আহাদান কাবলাকা অলা উজীযু বিহা আহাদান বা'দাকা" অর্থাৎ আমি আপনার খিদমতে এমনই নজরানা প্রদান করিবো যে, ইতি পূর্বে কাহারো এই পরিমান উপঢৌকন প্রদান করি নাই এবং না ভবিষ্যতে অন্য কাহারো প্রদান করিবো। অতঃপর তিনি হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহুকে চার লক্ষ দীরহাম প্রদান করিয়াছেন, যাহা তিনি কবুলও করিয়াছেন। (আন্ না হিয়া ২৭পৃষ্ঠা)

## হজরত ইমাম হুসাইনের প্রতি

হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু হজরত ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি শ্রোদ্ধা ও ভালোবাসা রাখিতেন, যাহা নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে প্রমান হইয়া থাকে। আল্লামা আবু ইসহাক স্বীয় কিতাব- 'নুরুল আইন ফী মাশহাদিল হুসাইন' এর মধ্যে লিখিয়াছেন যখন হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন ইয়াযিদ জিজ্ঞাসা করিয়াছে - আব্বাজান ! আপনার পরে খলীফা কে হইবে? তখন তিনি বলিয়াছেন - খলীফা তো তুমিই হইবে কিন্তু আমি যাহা কিছু বলিতেছি তাহা খুব গভীর ভাবে শ্রবন করো - কোন কাজ হজরত ইমাম হুসাইনের পরামর্শ ছাড়া করিবে না। তাঁহাকে না খাওয়াইয়া নিজে খাইবে না, তাঁহাকে পান না করাইয়া নিজে পান করিবে না। সর্ব প্রথম তাঁহার প্রতি খরচ করিবে তারপর অন্যের প্রতি। প্রথমে তাঁহাকে পরাইবে, তারপর নিজে পরিবে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃতির আলোকে হজরত আমীর মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা থেকে আমরা যে, সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়াছি সেগুলি হইল নিম্নোরূপ -

ক) হজরত মুয়াবিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তাঁহার একজন উচ্চপদস্থ সাহাবা।

খ) হজরত মুয়াবিয়ার জন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খাস দুয়া রহিয়াছে।

গ) হজরত আলী, হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুমের প্রতি হজরত মুয়াবিয়ার চরম ভক্তি শ্রোদ্ধা ছিলো। প্রিয় পাঠক ! আপনি অবশ্যই এই কথাগুলি স্মরণে রাখিয়া চলিবেন।

## দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা

১) হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু কেবল সাহাবা ছিলেন না বরং তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে অহীর অন্যতম লেখক ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাকের দরবারী তের জন লেখক ছিলেন, তন্মধ্যে হজরত মুয়াবিয়া ও হজরত যায়েদ ইবনো সাবিত রাদী আল্লাহু আনহুমা ছিলেন অন্যতম। ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই

২) হজরত মোল্লা আলী কারী মিশকাতের শারাহ্তে লিখিয়াছেন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক ছিলেন ইমাম আ'যম আবু হানীফার অন্যতম শাগরিদ। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, হজরত উমার ইবনো আব্দুল আজীজ আফজাল, না হজরত মুয়াবিয়া ? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন "গিবারুন দাখালা ফী আন্‌ফি ফারাসি মুয়াবিয়াতা হীনা গাজা ফী রিকাবি রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা আফজালু মিন কাজা উমারাবনি আব্দিল আজীজ" অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গে জিহাদের সময় হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর ঘোড়ার নাকের মধ্যে যে ধূলা কনা প্রবেশ করিয়াছে তাহা হজরত উমার ইবনো আব্দুল আজীজ অপেক্ষা উত্তম। (আন নাহিয়া ১৬পৃষ্ঠা)

৩) আল্লামা কাজী ইয়াজ আলাইহির রহমাহ লিখিয়াছেন - জনৈক ব্যক্তি আল্লামা ইবনো ইমরান আলাইহির রহমাকে বলিয়াছেন- হজরত উমার ইবনো আব্দুল আজীজ হজরত মুয়াবিয়া অপেক্ষা উত্তম। ইহা শ্রবন করতঃ তিনি রাগিয়া বলিয়াছেন - "লা ইউকাসু আহাদুন বি আসহাবিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা মুয়াবিয়াতু সাহিবুহু অ সাহরুহু অ কাতিবুহু অ আমীনুহু আলা অহইল্লাহ আজ্জা অ জাল্লা", অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাদের সহিত কাহারো তুলনা করা যায় না। হজরত মুয়াবিয়া হইলেন হুজুর পাকের সাহাবা, তাঁহার শ্যালক, তাহার লেখক ও আল্লাহর অহীর আমানতদার। (আন্নাহিয়া ১৭ পৃষ্ঠা)

৪) আল্লামা শিহাবুদ্দিন খাফ্‌ফাযী 'নাসীমুর রিয়াজ' এর মধ্যে বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর সমালোচনা করিয়া থাকে সে হইল জাহান্নামী কুকুরগুলির মধ্যে একটি কুকুর। (ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর আহকামে শরীয়ত ১০৩ পৃষ্ঠা)

৫) জনৈক ব্যক্তি হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিয়াছেন - আপনি হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর সম্পর্কে কি বলিতেছেন, তিনি অমুক মসলায় এই কথা বলিয়াছেন? তখন তিনি বলিয়াছেন - "আসাবা ইন্নাহু ফাকীহুন" অর্থাৎ তিনি সঠিক বলিয়াছেন। কারণ, নিশ্চয় তিনি একজন ফকীহ। (মিশকাত ১১২ পৃষ্ঠা)

৬) হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী, একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁহার নিকট থেকে বড় বড় সাহাবায় কিরাম ও তাবেইনে ইজামগন হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণ তাহার থেকে বর্ণিত হাদীস গ্রহন করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে বোখারীর মধ্যে আটটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

৭) হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহু হজরত মুয়াবিয়াকে দামেশকের হাকিম করিয়া দিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহু ছয় মাস খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর তিনি হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পন করিয়াছেন এবং তাঁহার হাতে বায়েত গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তাই নয়, হজরত মুয়াবিয়ার প্রদান করা বেতন ও নজরানা তিনি কবুলও করিয়াছেন।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# প্রিয় পাঠক ! আপনি কে ?

যদি আপনি শীয়া হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার নাই। কারণ, আমি আপনাকে মুসলমান বলিয়া গন্য করিয়া থাকি না। আর যদি আপনি কোন সুন্নী ঘরের মানুষ হইয়া কোন শীয়া শয়তানের হাতে মুরীদ হইয়া গোমরাহীর পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা আমার ঈমানী দায়িত্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। সুতরাং স্বল্প সময়ের জন্য আপনি, শীয়া মনোভাব ত্যাগ করতঃ স্বাভাবিক মেজাযে আমার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করুন।

১) পবিত্র কুরয়ান শরীফকে হিফাজত করিবার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করিয়াছেন। যদি হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু কোন কপট মুনাফিক চরিত্রের মানুষ হইতেন, তাহা হইলে তিনি অহী লেখকদলের নেতৃত্বে স্থান পাইতেন না। হুঁশিয়ার হইয়া জবাব দিন - এখানে আপনার অভিমত কি? হজরত মুয়াবিয়াকে মুনাফিক বলিলে কুরয়ান কি কুরয়ান থাকিবে?

২) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত মুয়াবিয়ার জন্য যে দুয়া করিয়াছেন, তাহা কি বিফল হইয়া গিয়াছে? যে রসুল মসজিদ থেকে ছত্রিশ জন মানুষকে মুনাফিক বলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন সেই রসুল (আপনার কথা মত) হজরত মুয়াবিয়ার মতো মুনাফিককে কুরয়ানের মতো পবিত্র কিতাব লিখিবার দায়িত্ব দিয়া ছিলেন? 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' এখন আপনার অভিমত কি?

৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুম পর্যন্ত কোনো সাহাবা কি কোনো দিন কোনো সময়ে হজরত মুয়াবিয়াকে মুনাফিক বা নাস্তিক ইত্যাদি বলিয়াছেন? যদি কেহ বলিয়া না থাকেন, তাহা হইলে আপনি মুনাফিক, নাস্তিক বলিয়া নিজের স্থান জাহান্নামের মধ্যে রেজিষ্ট্রারী করিয়া লইতেছেন কিনা চিন্তা করিয়া বলুন?

৪) হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহুর প্রতি আপনার ধারণা কি? তিনি কি কোন বাতিলের কাছে বিক্রি হইবার মানুষ ছিলেন? আপনি কি বলিতে পারিবেন যে, ইমাম হাসান একজন মুনাফিকের হাতে খিলাফত উঠাইয়া দিয়া তাহার হাতে বায়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন? এইবার বলুন - হজরত মুয়াবিয়াকে মুনাফিক বলিলে পক্ষান্তরে হজরত ইমাম হাসানকে মুনাফিকের পিষ্ঠ পোষক বলা হইয়া থাকেনা? নাউজু বিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ !

৬) ইমাম বোখারী কাহারো মধ্যে চুল সমান ত্রুটি পাইলে তাহার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করিয়া ছিলেন না। তবে তিনি হজরত মুয়াবিয়ার প্রতি কি ধারণা রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার সূত্রে আটটি হাদীস বোখারী শরীফের মধ্যে স্থান দিয়াছেন? অনুরূপ হাদীসের কিতাবগুলিতে তাঁহার সূত্রে শত হাদীস রহিয়াছে। এই সমস্ত মুহাদ্দিসগণ তো প্রত্যেকেই হজরত মুয়াবিয়ার বহু পরের মানুষ ছিলেন। আপনার সামনে ইতিহাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সামনে কি ইতিহাস ছিল না? কুরয়ান ও হাদীসের মুকাবিলায় কোন ঐতিহাসিকের কথার গুরুত্ব কি থাকিতে পারে?

৭) সরকারে বাগদাদ শাহান শাহে তরীকাত শায়েখ আবুল ক্বাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহি থেকে আরম্ভ করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত আউলিয়ায় কিরামদিগের মধ্যে কেহ কি হজরত মুয়াবিয়ার শানে কোন প্রকার বদ জবান খুলিয়াছেন? তবে আপনি কেন তাঁহার পবিত্র শানে বদ জবান হইয়া বেদ্বীনী পথ অবলম্বন করিতে যাইতেছেন?

প্রিয় পাঠক ! হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর সম্পর্কে আমার এই সংক্ষিপ্ত কলমটি একাধিকবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আপনি সুন্নীয়াতের যথা স্থানে ফিরিয়া আসিবেন। শীয়া সম্প্রদায় আসলে মুসলমান নয়। ইহারা মৌখিক ভাবে আলে বায়েতের মুহাব্বাতের দাবীদার। ইহাদের লিখিত নিজস্ব কিছু বই পুস্তক রহিয়াছে, সেগুলি নিজেদের মুরীদ মহলে দিয়া থাকে। এই বইগুলির ভিতরে যত জাল কথা জমা করা রহিয়াছে। এই গুলি তাহারা আলেম সমাজে দেখাইবার সৎ সাহস রাখিয়া থাকে না। এই বার শান্ত মস্তিষ্কে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, সাহাবায় কিরাম থেকে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত সমস্ত সুন্নী জগতের সহিত থাকিবেন, না গোমরাহ শীয়া সম্প্রদায়ের সহিত থাকিয়া জাহান্নামী কুত্তা হইবেন ! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে শীয়া সম্প্রদায়ের শয়তানী চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়া থাকিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন, আমীন, ইয়া রব্বাল আ'লামীন।



pdf By Syed Mostafa Sakib

PATRIKA

# Sunni Jagoran

EDITOR: Mufti Golam Samdani Regui
Islampur College Road :: Murshidabad (W.B.)
India, Pin -742304
E-mail:sunnijagoran@gmail.com

মূল্য-- ১০টাকা

## সুন্নী জাগরণ

সু-সুপথ, সুচেষ্টার আশা,
ন-নবী, ওলী গওসের পথের দিশা,
নি-নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা-জাগরণ আনতে হবে [illegible] যত ।।
গ-গঠন করতে [illegible] সুন্দর [illegible],
র-রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন-নইলে অজ্ঞতা [illegible] হরণ ।।

## সম্পাদকের [illegible] প্রকাশিত

(১) - কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানযুল ঈমান'
(২) - মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৩) - সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৪) - সলাতে মোস্তফা বাঁ সহী নামাজ
(৫) - দুয়ায় মুস্তফা
(৬) - ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(৭) - 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(৮) - [illegible] মহানায়ক কে ?
(৯) - কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
(১০) - তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১১) - 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
(১২) - 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
(১৩) - 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৪) - মাসায়েলে কুরবানী
(১৫) - হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৬) - 'আল্ মিস্বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(১৭) - সম্পাদকের তিন কলম
(১৮) - সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(১৯) - 'সুন্নী কলম' পত্রিকা - তিনটি সংখ্যা
(২০) - তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্সালাম
(২১) - নফল ও নিয়্যাত
(২২) - দাফনের পূর্বাপর
(২৩) - দাফনের পরে
(২৪) - বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৫) - এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৬) - ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী

pdf By Syed Mostafa Sakib